NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ বল হরি, হরিবোল, বহিরাগতদের খাটে তোল: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিএমকে মানেই বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ও লুঠ: নীতিন নবীন ৭

কলকাতা ১৪ এপ্রিল ২০২৬ ৩০ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩০২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.04.2026, Vol.19, Issue No. 302, 8 Pages, Price 3.00

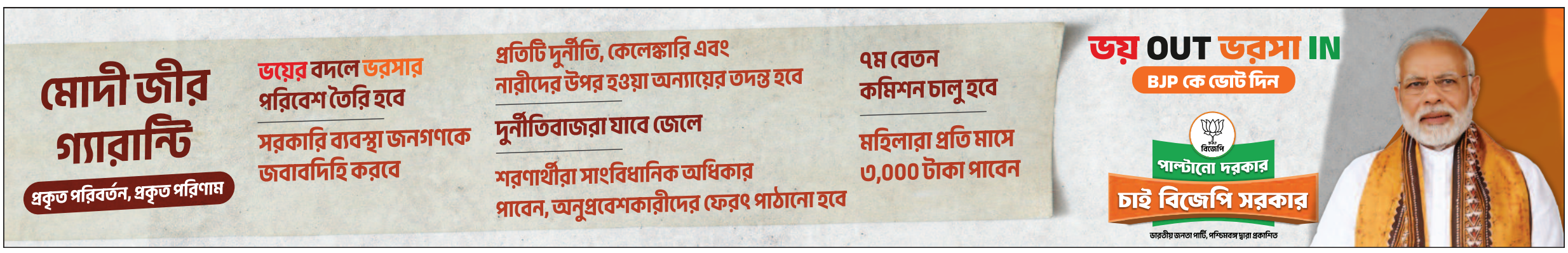

কয়লায় গ্রেপ্তার আইপ্যাক শীর্ষ কর্তা

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল: বাংলার কয়লা-কাণ্ডের তদন্তে এবার বড়সড় সাফল্য পেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার নয়াদিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রাক্তন কর্তা প্রশান্ত কিশোরের আই-প্যাক (I-PAC) সংস্থার শীর্ষ আধিকারিক ভিনেশ চন্দেলকে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, বেআইনি কয়লা কারবারের প্রায় কুড়ি কোটি টাকা হাওয়ালা মারফত ভিনেশের সংস্থায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল। গত মাসে ভিনেশের বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ।

ইডি সূত্রের খবর, আর্থিক অনিয়মের নথিপত্র এবং জেরায় বয়ানের অমিল মেলায় তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, একুশের বিধানসভা নির্বাচন থেকে রাজ্যের শাসকদলের কৌশল নির্ধারণে এই সংস্থা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এই গ্রেপ্তারি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিরোধী পক্ষের দাবি, ক্ষুপ্রভাবশালী যোগ না থাকলে এত বড় আর্থিক কারচুপি সম্ভব নয়।ক্ষু অন্যদিকে, শাসকশিবিরের একাংশ একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করছে। কয়লা মাফিয়াদের সঙ্গে ভিনেশের আর্থিক যোগসূত্রের শিকড় সন্ধানে মরিয়া গোয়েন্দারা।

রাজনৈতিক যোগ কতটা গভীর, স্পষ্ট করার বার্তা আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল: মালদার কালিয়াচকের মোথাবাড়ি ঘটনায় তদন্তের গতি ও গভীরতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শুনানিতে বিচারপতি সূর্যকান্ত স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'কাগজে-কলমে তদন্তে আমাদের সন্তুষ্টি নেই, প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন চাই।' ধৃতদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বিচারপতির মন্তব্য, 'যদি কোনও সংগঠনের যোগ থাকে, তা স্পষ্ট করে জানাতে হবে।' এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তদন্ত সূত্রে ইঙ্গিত, তাদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যু ব্যক্তিও থাকতে পারেন। তবে সেই যোগ কতটা গভীর, তা খতিয়ে দেখতে বলেছে আদালত। রাজ্যে ভোট শেষ না-হওয়া পর্যন্ত বিচারকদের যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে কোর্ট।

ট্রাইব্যুনালে আবেদন করলেই দেওয়া যাবে না ভোট, সাফ বক্তব্য সুপ্রিমের

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল: রাজ্যে দু'দফায় বিধানসভা ভোট। নিয়ম মোতাবেক 'ফ্রিজ' হয়ে গিয়েছে ভোটার তালিকা। অন্য দিকে, বাতিল হওয়া ভোটারেরা নিজেদের অভিযোগ জানাতে পারেন ট্রাইব্যুনালে। এখন সেই ট্রাইব্যুনালের রায়ে যাঁরা 'পাশ' করবেন, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এজলাসে। গত শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের নিয়ে বিবেচনা করা হবে। এদিন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে সওয়াল করেন, ইতিমধ্যে ১৬ লক্ষ আবেদন করা হয়েছে। তাঁদের ভোটদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য আবেদন জানান তিনি।কল্যাণের সওয়ালের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'সেই প্রশ্নই ওঠে না। যদি আমরা এটা অনুমতি দিই, তা হলে যাঁদের নাম ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাঁদের ভোটাধিকারও স্থগিত করতে হবে।' প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, 'আমরা এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি করতে

পারি না, যাতে আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের উপর আরও বাড়তি চাপ পড়ে। আমাদের সামনে আর একটি আবেদনও রয়েছে, যেখানে আপিল প্রক্রিয়া স্থগিত করার দাবি তোলা হয়েছে।' সব মিলিয়ে, বঙ্গের ভোট প্রক্রিয়ায় এখনই হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট। এসআইআর মামলার শুনানিতে সোমবার স্পষ্ট করল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ।

আদালত জানায়, 'ধরা যাক এবারের নির্বাচনে ১০ শতাংশ ভোটার ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলেন না এবং জয়ী ও পরাজিত পক্ষের মধ্যে ব্যবধান ১০ শতাংশের বেশি হল, তাহলে কী হবে? এই ধরনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ফলাফলে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না।' বিচারপতি বাগচির মন্তব্য, রাজ্য সরকার আর নির্বাচন কমিশন এই দুটো সাংবিধানিক সংস্থার লড়াইয়ে মাঝে পড়ে 'স্যান্ডউইচ' হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররা। তিনি আরও বলেন, 'ধরা যাক জয়-পরাজয়ের ব্যবধান ২ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ অ্যানম্যাপড ভোটার ভোট দিতে পারলেন না। তাহলে নিশ্চয় আমরা কোনও মতামত তৈরি করে ফেলতে পারব না কিন্তু কী হয়েছে সেটা বুঝতে পারব।'

আবেদনকারীদের দাবি, কেন নাম বাদ যাচ্ছে তা জানানো হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকা ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে। এই সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হোক।' সুপ্রিম কোর্ট সোমবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল, প্রশাসন ও নির্বাচন কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক অবিশ্বাসের বোঝা বইতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেই। আদালতে আবেদনকারীদের তরফে দাবি ওঠে, আপিল গ্রহণই করা হচ্ছে না, প্রক্রিয়া এগোচ্ছে না। এর জবাবে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, আপনারা ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হন, সেখানেই বক্তব্য পেশ করুন।

শুনানিতে আইনজীবীর প্রশ্ন, শুনানির সুযোগ না-পেলে ন্যায়বিচার মিলবে কী ভাবে? আদালতের পালটা মন্তব্য, 'সব আবেদন একসঙ্গে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া আমাদের কাজ নয়।' এদিকে নির্বাচন কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, সব নথি সংরক্ষিত আছে, বিপুল সংখ্যক আবেদন এসেছে। বিচারপতিরা এও স্পষ্ট করেন, যদি সামগ্রিকভাবে ফলাফলে প্রভাব না-পড়ে, তবে নির্বাচন বাতিলের প্রশ্ন ওঠে না।

বৈধ পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও নাম বাদ পড়ার অভিযোগ তুলে সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কয়েকজন আবেদনকারী। তবে সেই আর্জিতে হস্তক্ষেপ না-করে তাঁদের ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।শুনানির সময় আবেদনকারীদের দাবি, কোনও কারণ না-দেখিয়েই নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, বিচারিক আধিকারিকদের ভুল হতেই পারে, তাঁদের লক্ষ্য করে অভিযোগ তোলা উচিত নয়।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আসে শেষে, বিশ্বাসের অভাবে সাধারণ ভোটার কার্যত দু'পক্ষের মাঝে আটকে পড়ছেন। ফলে এখন নজর ট্রাইব্যুনালের দিকে। সেখানেই নির্ধারিত হবে, বাদ পড়া নামগুলি ফের গণতান্ত্রিক অধিকারে ফিরে আসবে কি না।

নারীদের সেবা ও ক্ষমতায়নে দায়বদ্ধ মোদী

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল: দেশের নারীদের সেবা ও ক্ষমতায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার নতুন দিল্লিতে নারী শক্তি বন্দন সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, '২০১৪ সাল থেকে আমাদের সরকার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীদের সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এখন একজন নারীর জন্মের মুহূর্ত থেকে শুরু করে তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত, আমাদের সরকার দেশের নারীদের সেবা ও ক্ষমতায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'কয়েক বছর আগে 'স্কিল ইন্ডিয়া মিশন' চালু হয়েছিল। আমরা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছিলাম। এখন আমরা হাজার হাজার ড্রোন দিদির মাধ্যমে ঘটা এক কৃষি বিপ্লবের রূপে তার সুফল দেখতে পাচ্ছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মায়েরা ও বোনেরা 'ভোকাল ফর লোকালে'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে উঠছেন। নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন রূপকল্পের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল, এটি নারীদের প্রতি প্রচলিত পুরনো মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ভারতে আমরা উপলব্ধি করি যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অর্থনীতিতে তাঁদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই, আমাদের এই প্রকল্পটি নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। প্রচলিতভাবে, বেশিরভাগ সম্পত্তিই পুরুষদের নামে নিবন্ধিত থাকত। এই সমস্যার সমাধানের জন্য, আমরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে নির্মিত বাড়িগুলি মহিলাদের নামে নিবন্ধন করা শুরু করি।'

বোমার জবাব ব্যালটে দিন, কেষ্টর গড়ে হুংকার শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল ও বীরভূম: ভোটের মুখে বীরভূমে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও একধাপ চড়ালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ময়ূরেশ্বরের জনসভা থেকেতিনি ভোটারদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দেন, বোমার জবাব ব্যালটে দিন, ভয়কে হারিয়ে ভরসার পক্ষে দাঁড়ান।

তাঁর অভিযোগ, শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহী বাসভবন ভেঙে ফেলার ঘটনা বাংলার আত্মপরিচয়ের ওপর আঘাত। যারা এই ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে না, তারা বাংলার সম্মানও রক্ষা করতে পারবে না, মঞ্চ থেকে এমনই কটাক্ষ শোনা গেল তাঁর কণ্ঠে।শুধু সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ নয়, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতেও আক্রমণ শানান তিনি। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নির্বাচনের পর দুষ্কৃতীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হবে। পাশাপাশি, তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় উদ্যোগেই বাংলা ভাষা মর্যাদা পেয়েছে এবং শান্তিনিকেতন বিশ্বমানচিত্রে বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

তবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম

উচ্চারণে বিভ্রাট ঘটায় সভামঞ্চে খানিক অস্বস্তির আবহ তৈরি হয়।এদিন বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি,সমান নাগরিক বিধান চালু করা, মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ বৃদ্ধি, চা-বাগানের শ্রমিকদের জমির অধিকার প্রদান। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সভা কেবল প্রচার নয়, বরং সাংস্কৃতিক পরিচয় ও শাসনব্যবস্থার প্রশ্নে সরাসরি মোকাবিলার বার্তা বহন করছে।

একই দিনে অদূরে সভা করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, ফলে রাজনৈতিক দ্বৈরথ ছিল স্পষ্ট। শাহের অভিযোগ, গরিব মানুষ ঘর তুলতে গেলেও কাটমানি দিতে বাধ্য হচ্ছে।মমতাদির একমাত্র লক্ষ্য নিজের ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করা। বাংলার উন্নয়ন তাঁর অগ্রাধিকার নয়।ভোটারদের সরাসরি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যন্ত্রে পদ্মচিহ্ন খুঁজে নিন, মমতাকে বিদায় জানান।সভামঞ্চে এক অপ্রচলিত দৃশ্যও ধরা পড়ে। নিরাপত্তারক্ষীদের উদ্দেশে শাহ বলেন, সবাইকে ঢুকতে দিন, কাউকে আটকাবেন না।

বীরভূমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে শাহ বলেন, এই মাটিতে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতা আছে। এদিন রানিগঞ্জ ও পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী পার্থ ঘোষ এবং জিতেন্দ্র তেওয়ারির সমর্থনে খাঁদরা কোলিয়ারি ময়দানে আয়োজিত 'বিজয় সংকল্প সভা' থেকে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি।

২২৬ আসন পাব, ফের প্রত্যয় মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি ও কাঁকসা: দিল্লির লাড্ডু দিয়ে বাংলা দখল হবে না। সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির ময়দানে দলীয় প্রার্থী উজ্জ্বল চ্যাটার্জির সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় এমন আত্মবিশ্বাসের সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। তারপরই মমতা আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, ২০২৬ সালে বিধানসভার ভোটে ২২৬টি আসন তাঁরা পাবেন।

তিনি প্রার্থীদের উপস্থিত সমর্থকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। সোমবারের এই সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কোর কমিটির কনভেনার অনুব্রত মণ্ডল, কোর কমিটির সদস্য বিকাশ রায়চৌধুরী, রবি মুর্মু-সহ জেলা ও শহর এবং ব্লক স্তরের তৃণমূল নেতৃত্ব।কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ময়ূরাক্ষী কটন মিলকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ডেউচা পাঁচামি কয়লা খনি অঞ্চলকে ঘিরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে ফের জানিয়ে তিনি বলেন,'বীরভূমের মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। নির্বাচনের সময় এই মাটিতে এসে বিজেপি মিথ্যা কথা বলছে।আমরা ইলেকশনের সময় ভাঁওতা দিই না, যারা কিছু দেব বলে তারা ইলেকশনের পরে আর দেয় না। ইলেকশনের পরে তারা বুলডোজার

চালায়।'

নাম না-করে বিজেপি প্রার্থীর জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সিউড়ির মাটিতে যারা দাঁড়িয়েছে ওরা রাজনগরের রেললাইন করে দেবে?বাংলা রেলের কিছু পাইনি, আমি যা করেছিলাম রেলমন্ত্রী হিসেবে এই প্রজেক্ট চলছে আর ইলেকশনের আগে যারা কিছু বলে তারা কিছু করে না। ওরা মিথ্যাবাদী তারা মিথ্যাচারী, তারা দুরাচারি, তারা অত্যাচারী তাঁরা ভোট কাটারি।' এসআই আর নিয়ে তিনি বলেন, 'সংবাদ মাধ্যম থেকে জানতে পারলাম উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলে গেছেন উত্তরপ্রদেশের মতো এখানে বুলডোজার চলবে, মানেটা কি? আমি বুলডোজারে বিশ্বাস করিনা, আমি মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করি, ভালোবাসায় বিশ্বাস করি, মানবিকতায় বিশ্বাস করি । আমার ধর্মের নাম মানব ধর্ম,আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি না, আমি সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে চলি, সব উৎসবকে মান্যতা দিই।' এটা প্রমাণ হয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া মানুষের জন্য আর কেউ লড়াই করে না, রাস্তায় থাকে না বিপদে আসে না দুর্যোগে আসে না, দাবি মমতার।

সোমবার কাঁকসার রঘুনাথপুরে গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অলোক কুমার মাঝি এবং আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের সমর্থনে জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন বীরভূমের সিউড়িতে জনসভা শেষ করে নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে হেলিকপ্টারে চেপে রঘুনাথপুর ফুটবল ময়দানের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামেন। সেখান থেকে তিনি সভায় যোগ দেন।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রণাম জানিয়ে সভা শুরু করেন।সভার শুরুতে আদিবাসী নেতা মঙ্গল টুডুকে দিয়ে আদিবাসী ভাষায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি তুলে ধরার আবেদন জানান। এরপর তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রতিবঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী থেকে অমিত শাহদের আনাগোনার বিষয়ে তাদের কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ভোটের সময় বিজেপির নেতারা বাংলায় এসে মিথ্যের ঝুড়ি সাজিয়ে মানুষকে বোকা বানাতে আসে। কিন্তু মানুষ বিহার রাজ্যের নির্বাচনের পর তারা বুঝে গিয়েছে বিজেপি শুধু ভাঁওতা ছাড়া কিছুই দিতে জানে না।

এদিন তিনি কাঁকসার জঙ্গলমহল এলাকার নির্বাচনী প্রচার মঞ্চ থেকে আদিবাসী মানুষদের উদ্দেশ করে বলেন, একসময় তিনি বীরভূম থেকে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক ধরে কলকাতা যাচ্ছিলেন, সেই সময় বেশ কিছু স্কুল পড়ুয়াদের তিনি খালি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে দেখেন। তাদের খালি পায়ে দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে তাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন তাদের জুতো কেনার মতো সামর্থ্য নেই।

'অমর রহে' স্লোগানে পঞ্চভূতে বিলীন আশা

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল: মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে চিরশান্তিতে শায়িত কিংবদন্তি শিল্পীআশা ভোঁসলের নিথর দেহের দিকে চেয়েপরিবার-পরিজন, সেলেবপাড়ার স্বজন, হাজার হাজার গুণমুগ্ধ অনুরাগীরা। সকলের চোখে জল। বিকেল চারটে নাগাদ কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে শুরু হয় আশার শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান। সোমবার সকাল থেকেই তৎপর ছিল মুম্বইয়ের পুলিশ প্রশাসন।

সূত্রের খবর, শেষযাত্রার জমায়েতের জেরে যাতে স্বাভাবিক যান চলাচল বিঘ্নিত না-হয় এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকে, তার জন্য বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে মুম্বই ট্র্যাফিক পুলিশের তরফে। শিবাজি পার্ক সংলগ্ন ভাগোজি বালুজি কীর হিন্দু শ্মশানে তাঁর সৎকার সম্পন্ন হয়। শেষকৃত্যে যোগ দেন রণবীর সিং, ভিকি কৌশল, আমির খান, বিবেক ওবেরয়, পুনম ধিলোঁ-সহ আরও অনেকে। প্রয়াত গায়িকার নাতনির সঙ্গে দেখা করে সান্ত্বনা দেন আমির, ভিকিরা। একুশ তোপের সঙ্গে 'আশাজি অমর রহে' ধ্বনিতেই কিংবদন্তিকে চোখের জলে শেষবিদায় জানালেন অনুরাগীরা। আশার শেষযাত্রায় দেবেন্দ্র ফড়নবিশের মুখোমুখি হন রাজ ঠাকরে। দুই রাজনীতিক বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন। উপস্থিত ছিলেন একনাথ শিণ্ডেও। বিকেল পৌনে ছ'টা নাগাদ পুত্র আনন্দ ভোঁসলে মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

শনিবার রাতে আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হন আশা ভোঁসলে। খবর প্রকাশ্যে আসতেই শিল্পীর আরোগ্য কামনায় রত হন তারকামহল থেকে অনুরাগীরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও কিংবদন্তী শিল্পীর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। রবিবাসরীয় দুপুরে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দেন আশা ভোঁসলে। সোমবার বিকেলে শেষকৃত্যের জন্য শিবাজি পার্কে একে একে আসতে শুরু করেন সিনেদুনিয়া, সঙ্গীতজগতের ব্যক্তিত্বরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি সন্ধ্যা খাঁড়া, স্বামী অসিরঞ্জন খাঁড়া, গ্রাম+পোস্ট- শশাটি, থানা- শ্যামপুর, জেলা- হাওড়া আদালতে ইংরেজি ৩ রা জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে এফিডেভিট দ্বারা স্বীকৃত হয়ে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, SANDHYA RANI KHANRA এবং SANDHYA KHARA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 10/04/2026 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 96 নং এফিডেভিট বলে আমি Sudip Kumar Modak S/o. Abhoy Chandra Modak ও Sudip Modak S/o. A Ch Modak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 6764 নং এফিডেভিট বলে আমি Saheb Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Swapan Sarkar ও Swapan Kumar Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 09/04/2026 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 09 নং এফিডেভিট বলে আমি Chandrima Banerjee W/o. Abhijit Banerjee ও Chandrima Dhar D/o. Anup Kumar Dhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/04/2026 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 10 নং এফিডেভিট বলে আমি Goutam Kumar Pal S/o. Nagendra Chandra Pal ও Goutam Kr Pal S/o. Lt. N Ch Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/04/2026 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 93 নং এফিডেভিট বলে আমি Goutam Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sailen Kumar Banerjee ও Late Sailen Kumar Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 30/01/2026 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 45 নং এফিডেভিট বলে আমি Ejajul Sekh S/o. Nejir Sekh ও Seikh Ejajul S/o. Najir সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **SAMRAT DEY**, son of **MAHADEB DEY**, residing at 1/1 Raja Janmenjay Road, Kolkata - 700010, vide an affidavit sworn before the Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 10/04/2026, do hereby declare that my father's name has been recorded as MAHADEV DEY in my educational certificates, whereas in all other official documents, it is recorded as MAHADEB DEY. **SAMRAT DEY S/o MAHADEV DEY** and **SAMRAT DEY S/o MAHADEB DEY** are one and the same identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Moumita Santra Maiti**, W/o Debprasad Maity, residing at Konnagar, Ward no. 16, P.O.- Ghatal, West Medinipur, Pin-721212, W.B., India, declare that, I have changed my name from **Moumita Santra Maiti** to **Moumita Maity** and henceforth I shall be known as **Moumita Maity** in all purposes vide affidavit Sl. No. 98 of 2026 sworn before Notary Public, Kolkata on 10.04.2026, **Moumita Santra Maiti** and **Moumita Maity** is the one and same identical person.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী, চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

রেফা:-এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৪৩/২০২৫(প্রোবেট)

শ্যামল মন্ডল, পিতা-শম্ভুনাথ মন্ডল, সাং- গ্রাম-পাউনান (কামারপাড়া), পোঃ-পাউনান, থানা-পোলবা, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৩০৫

----- **দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী তাহার ভাইপোকে মাননীয়া **বিজলী মন্ডল** বিগত ইংরাজীর ১৫/১০/২০২৪ তারিখে একখন্ড আন-রেজিস্ট্রার্ড উইল করিয়া দেন। উক্ত উইল মূলে যে সকল সম্পত্তি পাইতেছেন তজ্জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং কিংবা এ্যাডভোকেট বাবুর মাধ্যমে লিখিত আপত্তি জানাইবেন নচেৎ এক তরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি:- জেলা-হুগলী, থানা-পোলবা, পোলবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, জে.এল. নং-৪৭, মৌজা-পাউনান, আর.এস. ও হাল দাগ ৩০৯৪, হাল খতিয়ান নং ৩৩৪০ বাস্তু ০.১৬০০ অংশে ০২ শতক হইতেছে। এবং থানা- পোলবা, একই গ্রাম পঞ্চায়েত, জে.এল. নং-৪৩, মৌজা-খাটনী, এল আর খতিয়ান- ৪৯৮, হাল দাগ যথাক্রমে ৭০৭, ৭৪৪, ৮১৩, ৮৭৭, ৮৯১, ৮৯৩ যথাক্রমে ০.২০০০, ০.২০০০, ০.২০০০, ০.২০০০, ০.২০০০, ০.০৪৩১ অংশে যথাক্রমে ০৫, ০৪, ০৩, ০৫, ০৭, ০৭ শতক, সকল দাগের শ্রেণী শালি হইতেছে। ইতি-

অভিক কুমার ঘোষ
দরখাস্তকারীর এ্যাডভোকেট
রেজিঃ নং F/1328/960/2022
মো নং- ৮২৪০৮৮৬০২৭

জ্যোতির্ময় সরকার
সেরেস্তার
জেলা-হুগলী, চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

বল হরি, হরিবোল, বহিরাগতদের খাটে তোল: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুমন তালুকদার ● বাদুড়িয়া

আবারও চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ বিজেপিকে। তিনি বলেন, এই ভোট শুধু তৃণমূলকে জেতানোর ভোট নয়। বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ভোট। প্রতিবাদের, প্রতিরোধ, প্রতিশোধের ভোট। যাঁরা আমাদের স্বাধীনতার ৭৯ বছর পরেও লাইনে দাঁড় করিয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ চাইছে এসআইআরের মাধ্যমে, তাঁদের ল্যাজেগোবরে করার ভোট। শ্যাঁকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা, শো সোনার কি, এক লোহার কি। আগামী ২৯ তারিখ সেই কোপ মারার সুয়োগ বাদুড়িয়ার মানুষ পাবেন। যাঁরা আমাদের লাঞ্ছিত বঞ্চিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রেখেছিল তাঁদের কড়ায় গন্ডায় জবাব দেওয়ার এই ভোট। বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির বি-টিম ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও আইএসএফ, কোথাও মিম, ডিম, জুপ। তাঁদের পরিচয় আপনারা দেখেছেন। তাঁদের সব জনসমক্ষে চলে এসেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে যদি সারা দেশে কোনও রাজনৈতিক দল বুক চিতিয়ে মাথা উচু করে লড়াই করে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার মানুষকে দমাতে না পেরে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, বাদুড়িয়ার দায় দায়িত্ব আপনাদের আর বাংলা জুড়ে এদের ল্যাজে গোবরে করার দায়িত্ব আমার। আমি সর্বত্র গেছি। প্রথম দফায় মানুষ এদের কাঁধ, ঘাড় আর মাথা গণতান্ত্রিকভাবে ভাঙবে। আর দ্বিতীয় দফায় গণতান্ত্রিক ভাবে কোমর, হাঁটু ভেঙে গণতান্ত্রিক ভাবে জবাব দিয়ে মানুষ বল হরি, হরিবোল, বহিরাগতদের খাটে তোল বলে এদের বিদায় করবে। এদের যাওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

বিজেপি ইস্তেহার প্রকাশ করে অমিত শাহ বলছেন, অভিন্ন দেওয়ানি নীতি চালু করবে। আমি কি ভাবে আমার ধর্ম পালন করব সেটা ওরা ঠিক করে দেবে। আমি কি করে পুজো করব বা আল্লার কাছে সর্বশক্তির কাছে প্রার্থনা করব, সেটা বিজেপির নেতারা ঠিক করে দেবে? যাঁরা আমাদের বাংলাদেশি বলেছে, এখানে যাঁরা আছেন ভুলে গেছেন আজ থেকে ৬ মাস আগে বাইরে কাজ করতে গেছে বাংলায় কথা বলেছে বলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা মাছ মাংস খেলে আমাদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হয়েছে। আমরা কি খাব, কি পরব, দিল্লির বহিরাগত নেতারা ঠিক করবে না, আমরা ঠিক করব। আমাদের যাঁরা বাংলাদেশি বলেছে তাঁদের জবাব দেওয়া উচিত কিনা? আমাদের যাঁরা অপমানিত করেছে তাঁদের উচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা? আমাদের যাঁরা মাছ মাংস খাওয়া নিয়ে বিদ্রুপ করেছে মুঘোল বলেছে, তাঁদের শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা? জোড়া ফুলের জয়ের ব্যবধান বাড়াবেন কিনা? তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী লিটন ওরফে বুরহানুল মুকাদ্দিম ৬০ হাজার ভোটে জেতাবেন কিনা? বলে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। জনসমুদ্র থেকে উত্তর আসে হ্যাঁ। এবার আমার সহকর্মী লিটনকে ৬০ হাজারের বেশি ভোটে জেতাতে হবে বলে তিনি দাবি করেন।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসে শুরু ব্যাঙ্গেল উৎসব

কলকাতা: আসন্ন ১লা বৈশাখ এবং অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ উপলক্ষ্যে বিশেষ অফার নিয়ে আসল সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস। পাশাপাশি লঞ্চ হল তাদের নতুন ব্যাঙ্গেল উৎসবের। এদিন ব্যাঙ্গেল উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর। প্রায় ১০হাজারের মতো নয়া কালেকশন নিয়ে শুরু হল সেনকো ব্যাঙ্গেল উৎসব। যার দাম শুরু হচ্ছে ৩০হাজার দিয়ে, সঙ্গে ৬ শতাংশ মেকিং চার্জ। সেনকোর ব্যাঙ্গেল উৎসব আধুনিক ভারতীয় তরুণদের উদ্দীপনাকে উদযাপন করে। এবিষয়ে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের এমডি অ্যান্ড সিইও শুভঙ্কর সেন বলেন, ৩০ হাজার দিয়ে দাম শুরু হলেও প্রত্যেকটা ডিজাইন ঐতিহ্য ও সমসাময়িক যুগের কথা বলবে। আমরা শুধু গয়না তৈরি করি না, আমরা চলমান ঐতিহ্যকে ধরে রাখি।

টালিগঞ্জ বিধানসভার বামপ্রার্থী পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের প্রচার।
ছবি: অদিতি সাহা

কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অতীন ঘোষের জনসংযোগ।

ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু, প্রথম দিনেই ভিড় নাম বাদ পড়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু হল সোমবার। জোকার শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউটে তৈরি করা হয়েছে এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্যই এই ব্যবস্থা। প্রথম দিনেই ট্রাইব্যুনাল চত্বরে ভিড় চোখে পড়েছে। নাম বাদ পড়া বহু মানুষ সকাল থেকেই সেখানে হাজির হন। আবেদন জমা দেওয়া ও শুনানির সম্ভাবনায় দিনভর ভিড় ছিল প্রাঙ্গণে।

সূত্রের খবর, মোট ১৯ জন বিচারকের মধ্যে সোমবার ১৬ জন বিচারক কাজ শুরু করেছেন। তাঁরা জমা পড়া আবেদনগুলি খতিয়ে দেখছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে নথিপত্র যাচাই করে দেখা হচ্ছে অভিযোগের ভিত্তি কতটা গ্রহণযোগ্য। ট্রাইব্যুনালের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী, কোনও আবেদনে বিভ্রান্তি বা অসঙ্গতি থাকলে আবেদনকারীকে সরাসরি ডেকে পাঠানো হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী শুনানির মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে। প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে, দ্রুত সময়ে বেশি সংখ্যক আবেদন নিষ্পত্তি করাই এই ট্রাইব্যুনালের প্রধান লক্ষ্য। ভোটের আগে যাতে কোনও যোগ্য ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ না থাকে, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। ভোটের মুখে এই ট্রাইব্যুনালকে ঘিরে সাধারণ মানুষের আগ্রহও যথেষ্ট। প্রথম দিনের ভিড়েই স্পষ্ট, নাম বাদ পড়ার সমস্যা সমাধানে অনেকেই এই ব্যবস্থার উপর ভরসা রাখছেন।

পরিবর্তনের বার্তা দিতেই গারুলিয়ায় প্রচারে গায়ক মনোজ তিওয়ারি: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংকে সঙ্গে নিয়ে হুডখোলা গাড়িতে চেপে সোমবার রোড শো করেন ভোজপুরী গায়ক তথা বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। এদিন সন্ধেয় গারুলিয়ার পিনকল মোড় থেকে রোড শো শুরু হয়। গারুলিয়া মেইন রোড ধরে রোড শো পুরসভার সামনে দিয়ে গিয়ে ঈশ্বর দয়াল নগর মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। গোটা বাংলা-সহ মিনি ইন্ডিয়া খ্যাত মিশ্র ভাষাভাষীর নোয়াপাড়ায় পরিবর্তনের ডাক দিলেন ভোজপুরী গায়ক মনোজ তিওয়ারি। পাশাপাশি দলীয় প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করারও তিনি আবেদন করেন। রোড শোতে অংশ নিয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, রাজ্যের অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রের মতোই নোয়াপাড়ার মানুষও পরিবর্তন চাইছেন। তাঁর কথায়, বাংলায় এখন একটাই স্লোগান চলছে, 'পালটানো দরকার। চাই বিজেপি সরকার'। প্রসঙ্গত, নির্বাচন

বিধি জারি হওয়া সত্ত্বেও, প্রশাসন কোথাও সক্রিয়, আবার কোথাও নিষ্ক্রিয়। এপ্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং প্রশাসনের সমালোচনা করে বলেন, বিরোধীদের ক্ষেত্রে পুলিশ সক্রিয়। আবার শাসকদলের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। বাংলায় তো এটাই কালচার। তাঁর সাফ বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সক্রিয়। পুলিশ যদি অপরাধীদের না ধরে, তাহলে পুলিশও গ্রেপ্তার হতে পারে। কারণ, কমিশন চায় বাংলায় নির্বিঘ্নে নির্বাচন।

ভোটের আগে প্রস্তুতি নিয়ে আদালতের প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি কতটা সুসংগঠিত; তা নিয়ে গুরুতর সংশয় প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট ভাষায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে জবাবদিহি দাবি করেছেন। মামলার শুনানিতে উঠে আসে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা উপেক্ষা করেই। মামলাকারীর প্রশ্ন, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? এই জিজ্ঞাসাই আদালতের নজর কাড়ে। বিচারপতির তির্যক মন্তব্য, নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। তাদের বক্তব্যে অনিশ্চয়তার স্থান নেই। আরও কঠোর সুরে তিনি বলেন, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আগে সব কিছু ভেবে দেখা হয়নি কেন? আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ১৬ এপ্রিলের মধ্যে বিস্তারিত নথি জমা দিতে হবে। একইসঙ্গে কতজন শিক্ষক এই দায়িত্বে রয়েছেন, তার পূর্ণ তালিকাও চাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০শে চৈত্র, ১৪ই এপ্রিল, মঙ্গল বার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টত্তরী ও বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে এক দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি। আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(আজ চড়ক পুজা। ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চাষিদের থেকে ধান কেনার কাজ শুরু করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট পর্ব চলাকালীনই চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার কাজ জোরকদমে চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য। চলতি খরিফ মরশুমে সরকারি উদ্যোগে ইতিমধ্যেই ৪৮ লক্ষ টনের বেশি ধান কেনা হয়েছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করে উপকৃত হয়েছেন ২৭ লক্ষেরও বেশি কৃষক।

তবে ধান কেনার সাফল্যের পাশাপাশি সামনে এসেছে অন্য সমস্যা। খাদ্যদপ্তরের সাম্প্রতিক পর্যালোচনা বৈঠকে দেখা গিয়েছে, কেনা ধানের তুলনায় চাল সরবরাহের হার অনেকটাই কম। হিসেব অনুযায়ী, ৪৮ লক্ষ টন ধান থেকে প্রায় ৩২ লক্ষ টন চাল পাওয়ার কথা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মজুত হয়েছে মাত্র ১৫.২০ লক্ষ টন।

জেলা ভিত্তিক রিপোর্টে স্পষ্ট, একাধিক জেলায় চাল সরবরাহের গতি আশানুরূপ নয়। উত্তর দিনাজপুরে মাত্র ৩৫ শতাংশ, মুর্শিদাবাদে ৩৬ শতাংশ, মালদায় ৪২ শতাংশ, পূর্ব মেদিনীপুরে ৪৩ শতাংশ, কোচবিহারে ৪৪ শতাংশ এবং বীরভূমে ৪৫ শতাংশ চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এই জেলাগুলিতে বিশেষ নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছে খাদ্যদপ্তর। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার পর তা নির্দিষ্ট রাইস মিলে পাঠানো হয়। সেখানে চাল উৎপাদনের পর সরকারি গুদামে জমা পড়ে। সেই চালই পরে রেশন ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়। চালের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে জমা রাখা হয়, যেখান থেকে জাতীয় স্তরের রেশন প্রকল্পে সরবরাহ করা হয়। খাদ্যদপ্তর নির্দেশ দিয়েছে, সেন্ট্রাল পুলের জন্য নির্ধারিত চাল ৩০ জুনের মধ্যে সম্পূর্ণ জমা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে হুগলি, মুর্শিদাবাদ,

পূর্ব বর্ধমান এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি বকেয়া রয়েছে। ফলে ওই জেলাগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হচ্ছে। একই সঙ্গে স্টেট পুলের জন্য চাল সরবরাহেও জোর দেওয়া হয়েছে, যেখান থেকে রাজ্যের নিজস্ব রেশন প্রকল্প চালানো হয়।

রাইস মিল থেকে চাল সরবরাহে বিলম্বের কথা মেনে নিয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক। তাঁর দাবি, ফোর্টিফায়েড রাইস কার্নেল সরবরাহে সমস্যার জেরেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সাধারণ চালের সঙ্গে এই উপাদান মিশিয়ে পুষ্টিকর চাল তৈরি করা হয়। কেন্দ্রীয় স্তরের কিছু নীতিগত জটিলতার কারণে এই উপাদান সময়মতো পাওয়া যাচ্ছে না বলেই দাবি মিল মালিকদের।

যদিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাল সরবরাহ না হলে রাইস মিল মালিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের বিধান রয়েছে। প্রয়োজনে ব্যাংক গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত করা-সহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে। খাদ্যদপ্তর সূত্রে খবর, আগামী দিনে ধান কেনার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। চলতি মরশুমে মোট ৬৭ লক্ষ টন ধান কেনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ফলে আগামী দিনে রাইস মিলগুলিতে চাপ আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৪ এপ্রিল ২০২৬, ৩০ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার

নরেন্দ্রপুরের আবাসনে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার মৃতের দুই ঘনিষ্ঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর এলাকায় এক আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত অরূপ মণ্ডল, বয়স সাতত্রিশ। ঘটনার জেরে আটক করা হয়েছে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও এক মহিলাকে, যাঁর সঙ্গে সম্পর্কের ইঙ্গিত মিলেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোররাতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অরূপকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মাথায় গুলির চিহ্ন স্পষ্ট। ঘর তল্লাশি করে উদ্ধার হয়েছে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র ও একাধিক কার্তুজ। কীভাবে অস্ত্র এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন ওই ফ্ল্যাটেই নিয়মিত যাতায়াত ছিল ধৃত মহিলার। পরিবারের দাবি, রবিবার রাতে ফ্ল্যাটে ঝামেলা হচ্ছে বলে অরূপের মামাকে পরিচিত একজন খবর দেন। এরপরেই পরিবারের লোকজন অরূপের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহ পড়ে রয়েছে। তখন ওই ফ্ল্যাটেই ছিলেন ধৃত মহিলা। পরিবারের দাবি, এটা কোনওভাবেই আত্মঘাতী ঘটনা হতে পারে না। ও বাঁ হাতে কাজ করত, ডান দিকে গুলি চালানো অসম্ভব। আর এক আত্মীয়ের অভিযোগ, বন্ধু আর ওই মেয়েটির ভূমিকা নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে;ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আর্থিক বা অন্য কোনও কারণ। সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা ও প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। শান্ত আবাসনে এমন ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা; সেখানেই মিলতে পারে মৃত্যুর প্রকৃত কারণের ইঙ্গিত। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খুন নাকি আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নির্বাচনে বিশেষ নজর, পর্যবেক্ষক হিসেবে রাজ্যে নিয়োগ ওডিশার পুলিশ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র দশ দিন বাকি। তার আগেই রাজ্যে আরও এক পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, ওডিশা ক্যাডারের আইপিএস আধিকারিক সর্বণা বিবেক এমকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী এই নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মাস থেকেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে একের পর এক পুলিশ পর্যবেক্ষককে বাংলায় পাঠানো হয়েছে। বিহার, তেলেঙ্গানা, দিল্লি, পঞ্জাব ও গুজরাত; এই পাঁচ

রাজ্য থেকে ইতিমধ্যেই অন্তত ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক দায়িত্ব নিয়েছেন। জেলাভিত্তিক ভাবে তাঁদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

শুধু পুলিশ পর্যবেক্ষকই নয়, সাধারণ পর্যবেক্ষকের সংখ্যাও নজরকাড়া। রাজ্যে মোট ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনও অনিয়ম বা পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা; এই সব দায়িত্বেই থাকবেন পর্যবেক্ষকরা। প্রয়োজন হলে সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে রিপোর্ট পাঠানোর ক্ষমতাও রয়েছে তাঁদের। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই কমিশনের নজরদারি আরও জোরদার হচ্ছে। একের পর এক পর্যবেক্ষক নিয়োগ এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপে স্পষ্ট; অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ কমিশন।

যাদবপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী দেবব্রত মজুমদারের প্রচারাভিযান।

বরানগরের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের জনসংযোগ। ছবি: অদিতি সাহা

মোথাবাড়ি থেকে ভবানীপুর, প্রস্তুত বিজেপি, এবার হারাবই, হুংকার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মোথাবাড়ি থেকে ভবানীপুর একাধিক রাজ্যের ইস্যু নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোকে তুলোধোনা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, মোথাবাড়ি কাণ্ডে যাঁরা জড়িত, তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজে লাভ নেই। তাঁদের ছবি এখন মোবাইলে, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে, সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটা দিয়ে চিহ্নিত করে তাঁদের শাস্তি দিক আদালত। এসআইআর প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দুর কটাক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী আগে মৃত, ভুয়ো ভোটার, একটা লোক প্রথম দফায় কোচবিহার, দ্বিতীয় দফায় মালদায়, তৃতীয় দফায় বারাসাত, চতুর্থ দফায় ভবানীপুরে ভোট দিত। এগুলো বন্ধ হওয়াতে ওনার কষ্ট হয়েছে, যন্ত্রণা আছে।

খণ্ডঘোষের উদাহরণ টেনে বিরোধী নেতার

দাবি, খণ্ডঘোষে ভোট প্রচারে গিয়ে জোড়া ফুলে ভোট দিতে বারণ করেছেন। আমি পোস্ট করেছি, সত্য বেরিয়ে এসেছে। ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে শুভেন্দুর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের এটা দেখা উচিত। ওরা হিংসার কারণ খুঁজছে। আমরা ২১ সালে প্রস্তুত ছিলাম না, তাই অনেক হিংসা হয়েছে। এখন আমরা প্রস্তুত আছি। লোকসভা ভোটের পর কিছু করতে পারেনি। আজও আমরা প্রস্তুত, তাই কিছু কোর্টে দেব না। এখন বিজেপি পুরোপুরি প্রস্তুত।

বিজেপি এলে রাজ্য ভাগ হবে, মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে মিথ্যা দাবি করে বিরোধী দলনেতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভোটের কোনও ইস্যু নেই, দুর্নীতি, নারীদের অসুরক্ষা, কর্মসংস্থান নিয়ে কিছু করেননি, এই সরকার ব্যভিচার, দুর্নীতি, বেকারত্ব, নারী নিরাপত্তা; সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ। তাই এখন মিথ্যাচার করছেন। শেষে তাঁর ঘোষণা, ভবানীপুরের ৯০ শতাংশ মানুষ ঠিক করে রেখেছে, এবার পদ্মফুল। ভবানীপুরে ওনাকে হারাবই।

ভোটে বায়োমেট্রিক! জাল ভোট ঠেকাতে আঙুল-চোখ স্ক্যান?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটে জালিয়াতি রুখতে এবার আঙুলের ছাপ আর চোখের মণি স্ক্যানের পথে হাঁটার ভাবনা। এই প্রস্তাব ঘিরে নির্বাচন কমিশনের মত চেয়েছে শীর্ষ আদালত। জনস্বার্থ মামলায় আবেদনকারীর দাবি, তবুথে বায়োমেট্রিক যাচাই ব্যবস্থা চালু হলে ভুয়ো ভোট অনেকটাই বন্ধ করা সম্ভব। আঙুলের ছাপ ও চোখের মণি স্ক্যানের মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করা যাক। আদালত জানিয়েছে, চলতি ভোটে না হলেও ভবিষ্যতের নির্বাচনে এই ব্যবস্থা চালু করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখে হলফনামা দিক কমিশন।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এটা ক্ষমতার ইস্যু নয়,

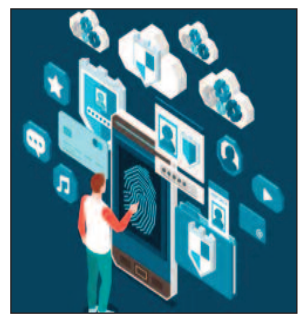

নির্বাচনী স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তবে তিনি মনে করিয়ে দেন, এই ব্যবস্থায় আইনি বদল লাগবে এবং খরচও বিপুল। মামলাকারীর পাল্টা যুক্তি, প্রযুক্তির ব্যবহারই ভবিষ্যতের ভোট প্রক্রিয়াকে আরও নির্ভুল ও নিরপেক্ষ করে তুলতে পারে।

প্রচারে বিদেশি মুখ, কমিশনের দুয়ারে নালিশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ময়দানে এবার বিদেশি মুখ নিয়ে বিতর্ক। রাজারহাট-গোপালপুরের তৃণমূল প্রার্থী অদিতি মুন্সির প্রচারে নাইজেরীয়দের উপস্থিতি ঘিরে সোমবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে সরব হল বিজেপি। দলের নেতা শিশির বাজোরিয়া, অমিত মালব্য, মহেশ শর্মা ও শশী অগ্নিহোত্রীর চার সদস্যের প্রতিনিধি দল এদিন দুপুরে নালিশ জানায়। তাঁদের বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেস ভারতীয়দের উপর ভরসা করে না, সব কিছু বাইরে থেকে আনে। যেমন তাঁদের ভোটাররা অনুপ্রবেশকারী, এমনকী প্রচারেও অনুপ্রবেশকারী।

বাজোরিয়া আরও বলেন, রাজারহাটেই দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস প্রচারের জন্য নাইজেরিয়া থেকে লোক নিয়ে এসেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বাংলাদেশ থেকে লোক এনেছিল। এটা নির্বাচনী বিধিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অভিবাসন আইনের পরিপন্থী। বিজেপির দাবি, ত্বাংলায় কত শিল্পী আছে, কত খেলোয়াড় আছে, তাদের ওপরে তৃণমূল কংগ্রেস বিশ্বাস করতে পারছে না। বাইরের মানুষের উপর নির্ভর করে। প্রচারে রয়েছেন নাইজেরিয়ার ফুটবলার। তাঁদের আর্জি, অবিলম্বে কমিশন পদক্ষেপ করুক। শুধু ওই নাইজেরীয়দের সরানো নয়, তাঁদের গ্রেপ্তারও করতে হবে। তৃণমূল প্রার্থী এর জন্য দায়ী, তাই ওঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে বাঁকুড়ার তৃণমূল নেতা শেখ হামিদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ জমা পড়েছে। বাজোরিয়ার কথায়, উনি লিখিতভাবে আধিকারিকদের হুমকি দিচ্ছেন। এটা ভাবাই যায় না। আমরাই আছি আমরা থাকব; উনি তো লিখে দিচ্ছেন। এদিন সারা রাজ্যের সেনসিটিভ বুথের তালিকাও জমা দিয়েছে বিজেপি। অমিত মালব্য জানান, যেগুলি আমরা স্পর্শকাতর মনে করছি তার সম্ভাব্য তালিকা দিয়েছি। আবেদন জানিয়েছি যেন নজর দেওয়া হয়, যাতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হতে পারে। দুটি দফার জন্য আলাদা তালিকা দেওয়া হয়েছে। মোথাবাড়ির ঘটনা টেনে মালব্য বলেন, স্থানীয় পুলিশ ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন করলে ওটা হত না।

জ্ঞানেশ কুমারের তিনমাস আগে এই রাজ্যেই অফিস খোলা দরকার ছিল: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে তীব্র বিতর্কের আবহে সরব রাজ্য রাজনীতি। সোমবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ তোলেন, এই প্রক্রিয়ায় বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কর্পোরেশন, পঞ্চায়েতের নির্বাচন জেতেন এবং জেতার পরেও যা যা করেন সেইভাবেই উনি এই নির্বাচনটাও করতে চেয়েছিলেন। যেটা সম্ভব হচ্ছে না। কিছুটা উনি সফল, কারণ উনি ওনার প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে বিএলওদের উপর চাপ সৃষ্টি করে, সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, যেখানে বিজেপি লিড পায়, উদ্বাস্তু ও মতুয়া সহ একাধিক গোষ্ঠীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। যেখানে পরিকল্পিতভাবে বহু মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রক্রিয়ার জটিলতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, তিনি কোর্টে গিয়ে এই জটিলতাকে রাজ্যে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন। এখন পরাজয় নিশ্চিত, তৃণমূল হেরে গেছে। শেষ মুহূর্তে নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ জ্বলে ওঠে, এটা সেটাই। এত হাজার ট্রাইব্যুনাল থাকলেও যদি ভোটাধিকার ঝুলে থাকে, তা হলে মানুষ ভোট দেবে কীভাবে?

এই পরিস্থিতিতে নজর এখন সুপ্রিম কোর্টের দিকেই বলে দাবি করেন শমীক। তার দাবি, যে ২৭ লক্ষের ভবিষ্যৎ ঝুলে আছে, তাদের বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান আদালতই দেবে, নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতেই হবে। শমীক আরও বলেন, আমরা কোর্টেও আছি, মাঠেও আছি। যদিও রোহিঙ্গামুক্ত বাংলাদেশি মুসলিম মুক্ত ভোটার তালিকা দেশের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বিশেষ জরুরি, সেটা নির্বাচন কমিশন করুক, এটাই আমাদের দাবি। রাজ্যে জ্ঞানেশ ভারতী সহ একাধিক উচ্চঅধিকারিকদের সফরকে কটাক্ষ করে শমীক কটাক্ষ করে বলেন, এতদিন কি করছিলেন তাঁরা! যখন জুডিশিয়াল কর্মীদের আটক করে রাখা হয়েছিল, তাদের গাড়িতে ইট ছোড়া হল, কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাঁরা। জ্ঞানেশ কুমারকে আরও তিনমাস আগে এই রাজ্যেই অফিস খুলে বসা দরকার ছিল। যে প্রক্রিয়ায় রাজ্যে এসআইআর হয়েছে, তাতে আমরা একেবারেই সন্তুষ্ট নই।

গুন্ডাদের জন্য মলম, ভোটে ফিল্মি হুঁশিয়ারি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের বাজারে এবার সিনেমার গান দিয়ে প্রচারে নামল কমিশন। দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের পাতায় ঝুলল এমন পোস্ট যা দেখে চোখ কপালে উঠেছে অনেকের। আমির খান ও মাধুরী দীক্ষিতের পুরনো ছবির গান জুড়ে লেখা হয়েছে, হাম প্যায়ার করনে ওয়ালে, দুনিয়া সে না ডরনে ওয়ালে, ইয়ার জ্বলনে ওয়ালে কো জ্বালায়েঙ্গে। প্রশাসনিক গাম্ভীর্য ছেড়ে কমিশনের এই রসবোধে হইচই শুরু হয়েছে। ভোটারদের উদ্দেশে পোস্টে বলা হয়েছে, সকল মা, বোন ও ভাইদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে। তারপরেই অপরাধীদের নিশানা করে সুর চড়েছে। লেখা হয়েছে, কিছু লোক এতে জ্বলতে পারে। গুন্ডা, অপরাধীরা সাবধান। নিজেদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে বার্নল ও বোরোলিন মজুত রাখুন। নাহলে উত্তাপ এতটাই বাড়বে যে আপনারা পুড়ে যাবেন। কমিশন আরও জানিয়েছে, ভোটে কেউ বাধা দিলে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হবে যেখানে ওই মলমও কোনও কাজে আসবে না। রাজনৈতিক মহলের ধারনা, এই পোস্ট শুধু মজা নয়। ভোট ঘোষণার পর থেকেই কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে বিঁধেও কথা বলেছেন। নাম না করে সেই আক্রমণের জবাবেই কি এই মলম-খোঁচা? প্রশ্ন ঘুরছে। প্রার্থীরা যখন রুটি বেলছেন, জাল ফেলছেন, তখন কমিশনের এই কৌশল আলাদা করে নজর কেড়েছে। বার্তা পরিষ্কার; ভোটের তাপ বাড়লে পুড়বে কেবল সমাজবিরোধীরা।

ভয় নয়, ছাপ্পা নয়, ভোটে শূন্য সহনশীলতা, হুঁশিয়ারি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের আগে সোমবার সার্ভে বিল্ডিংয়ে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক হল। হাজির ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, কলকাতা পুলিশের যুগ্ম নগরপাল এবং সিএপিএফ-এর জেলা সমন্বয়কারী আধিকারিক। সোমবারের বৈঠকে কমিশনের কড়া অবস্থান তুলে ধরা হয়। স্পষ্ট বলা হয়, ভয় নয়, হিংসা নয়। ভীতি প্রদর্শন নয়, প্রলোভন নয়, ছাপ্পা নয়, বুথ দখল নয়, উৎস দখল নয়। সরকারি কর্মীদের উদ্দেশেও বার্তা দেওয়া হয়। জানানো হয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, স্বশাসিত সংস্থা বা স্থানীয় সংস্থার কোনও কর্মী নির্বাচনী কাজে জড়াবেন না।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোটের অঙ্গীকার পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই যৌথ বৈঠকের মূল লক্ষ্য।

ঘর্মাক্ত দক্ষিণে বাড়ছে পারদ, উত্তরে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৈশাখের শুরুতেই দুই বাংলার আবহাওয়ায় স্পষ্ট বৈপরীত্য। কলকাতা-সহ দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাড়ছে তাপ ও আর্দ্রতার চাপ, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির ইঙ্গিত দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। আপাতত গরম আরও বাড়বে। বৃষ্টির স্বস্তির তেমন সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রির ঘরে থাকলেও আগামী কয়েকদিনে তা আরও চড়তে পারে। আবহাওয়াবিদদের সতর্কবার্তা, পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছতে পারে, ফলে অস্বস্তি বাড়বে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণে গরম বাড়ছে। ফলে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম-সহ একাধিক জেলায় দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে পশ্চিমের এই জেলাগুলিতে গরমের পাশাপাশি কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিও হতে পারে। সেই সম্ভাবনা রয়েছে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে। তবে দু'এক পশলা বৃষ্টিতে গরম কমবে না। বরং আরও বেড়ে যেতে পারে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রপাতের সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কয়েকদিন জারি থাকবে। আবহাওয়া দপ্তরের পরামর্শ, দুপুরের প্রখর রোদ এড়িয়ে চলুন, ঝড়-বৃষ্টির সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন। সপ্তাহের মাঝামাঝি কিছু এলাকায় সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, সামগ্রিকভাবে দক্ষিণবঙ্গে গরমের দাপট কমার ইঙ্গিত নেই। বরং

সপ্তাহান্তে ফের শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া ফিরে আসবে বলেই পূর্বাভাস।

ছাদ থেকে পড়ে ভিনরাজ্যের ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: ভিনরাজ্যের ছাত্রের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। মৃতের নাম জুবিন জর্স। জুবিন কেরলমের বাসিন্দা। সল্টলেকের দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুডিশিয়াল সায়েন্সেস ইনস্টিটিউটের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয় জুবিনের। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত করছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে।

পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ক্যাম্পাসের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা জানতে পুলিশ ওই ক্যাম্পাসের লোকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ

করছে। পুলিশের পক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যের সঙ্গে কথা বলে তাদের বিধাননগর দক্ষিণ থানায় আসতে বলা হয়। জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে মৃত পড়ুয়ার সহপাঠীদেরও। ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষের দাবি, আচমকা কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখতে পুলিশকে সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে।

ভোটের বাজারে চৈত্র সেলের দহন, জনস্রোতে ভাসছে উত্তর থেকে দক্ষিণ

রাজীব মুখোপাধ্যায়

বৈশাখের আবাহনী আর রাজনীতির রণদামামা; দুইয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিলোত্তমা এখন এক অদ্ভুত দোটানায়। একদিকে প্রার্থীরা ঘাম ঝরাচ্ছেন জনসভার ময়দানে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ঘাম ঝরাচ্ছেন ফুটপাথের দরদামে। উত্তরের হাতিবাগান থেকে দক্ষিণের গড়িয়াহাট, সর্বত্রই এখন তিল ধারণের জায়গা নেই। চৈত্রের শেষবেলায় ছাড়ের টানে যে জনসমুদ্র নেমেছে রাজপথে, তার কাছে ভোটের উত্তাপও যেন ম্লান। বারাসাত থেকে ভিড় ঠেলে আসা সুমিত দাস হাতিবাগানের মোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, ভোটের লড়াই তো পাঁচ বছর অন্তর আসে, কিন্তু চৈত্রের এই অমোঘ ছাড়ের টান সংবরণ করা দায়। পকেটের টান আর মনের ইচ্ছার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বাজারের জয়ই হয়। গড়িয়াহাটের জনঅরণ্যে দাঁড়িয়ে বেহালার বাসিন্দা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়-এর পর্যবেক্ষণ আরও তীক্ষ্ণ। তিনি জানালেন, ভোটের মিছিল না কি কেনাকাটার ভিড়, সেটা বোঝা দায়! গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন গোটা শহরটাই আজ কেনাকাটার নেশায় পথে নেমেছে।

সল্টলেকের বাসিন্দা অনির্বাণ সেনের কাছে হাতিবাগানের ফুটপাথ এখন এক টুকরো যুদ্ধক্ষেত্র। তাঁর কথায়, নববর্ষের নতুন সাজটা তো আর রাজনীতির লড়াইয়ের জন্য থমকে থাকতে পারে না। ভিড় ঠেলে কাঙ্ক্ষিত পোশাকটি খুঁজে পাওয়াই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে, যাদবপুরের শ্রীলেখা গুহ গড়িয়াহাটের ভিড় দেখে খানিকটা

হতবাক। তিনি বললেন, পায়ের নিচে মাটি পাওয়া দায় এখানে। ভোটের ডামাডোলে বাজার যে এভাবে জমজমাট হবে, তা ভাবিনি।

হাওড়া থেকে আসা প্রীতম কুন্ডু জানালেন, মাঠের রাজনীতির চেয়েও রাস্তার ধারের এই দরদাম করা ঢের বেশি কঠিন কাজ। তবে পছন্দের জিনিসটি অল্প দামে পাওয়ার আনন্দই আলাদা। গড়িয়ার রূপা মজুমদার সামান্য আক্ষেপের সুরে বললেন, বাজারে জিনিসের আগুন দাম, তবুও নববর্ষের আগে চৈত্রের এই সাবেকি মায়া কাটানো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সবশেষে শ্যামবাজারের স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশিস রায় বিরক্তির সুরে জানালেন, ঘরের কাছেই বাজার, অথচ ভিড়ের চাপে বাড়ি থেকে বেরোনোই দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

সবমিলিয়ে রাজনীতির তপ্ত হাওয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাঙালি এখন মজেছে কেবল নতুনত্বের সন্ধানে। ব্যালট বাক্সের লড়াই সময়ের অপেক্ষা, কিন্তু ডালির লড়াইয়ে আপাতত জয়ী সাধারণ মানুষই।

সম্পাদকীয়

হুমায়ুনের ভিডিয়ো ফাঁস কি তৃণমূলের কাছে বুমেরাং হতে চলেছে?

একটা প্রায় মিনিট কুড়ির ভিডিয়ো ফুটেজ। যা নিয়ে আপাতত উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। কেউ বলছে বিস্ফোরক ভিডিয়ো, কেউ বলছে নেপথ্যে এআই। কিন্তু মজার কথা, এই ভিডিয়ো ফাঁস করে যাদের পর্দাফাঁস করা হয়েছে বলে অভিযোগ, এখন তারাই বলছে, ওটাই সব নয়, আরও আছে। খুব শীঘ্রই তা সামনে আনা হবে। বোঝো অবস্থা, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এখন তারাই বলছে পুরো ভিডিয়ো ফাঁস করা হবে! আর যাঁরা ফাঁস করে অভিযোগ তুলল, তারা চুপ। তাহলে প্রশ্ন, যারা এত খেটেখুটে ভিডিয়ো জোগাড় করল, ফাঁস করল, তাদের কাছে নিশ্চয় আছে পুরো ভিডিয়ো, কিন্তু সব হাতে পেয়েও কেন তারা পুরোটা বাজারে ছাড়ল না? কেন ২০ মিনিটেই ক্ষান্ত হল তারা? বিজেপির সঙ্গে হুমায়ুন কবীরের গোপন আঁতাত ফাঁস করাটাই যদি লক্ষ্য হবে তাহলে কেন বাকি ভিডিয়ো পর্দার আড়ালে থেকে গেল? এবার তো এই প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে। তাহলে কী ধরে নিতে হবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করা হয়েছে? নাকি পুরো ভিডিয়ো সামনে আসলে আরও অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যেতে পারে? যা রাজ্যের শাসকদলের জন্য মোটেই স্বাস্থ্যকর হবে না? কিন্তু এটা সত্যি, হুমায়ুন কবীরের দল পুরো ভিডিয়ো প্রকাশিত হবে, কোথায়, কারা এই ভিডিয়ো শুট করেছে, সব সামনে আনা হবে বলে ঘোষণা করে চাপে ফেলে দিয়েছে তৃণমূলকে। বেগতিক দেখে চুপ থাকার কৌশলই নিয়েছে তৃণমূল। ফলে খেলা এখন ঘুরে গিয়েছে। তৃণমূলের কৌশল ছিল, এই ভিডিয়োকে সামনে এনে হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাতের গল্প বাজারে ছড়িয়ে দেবে। যাতে হুমায়ুনকে কোণঠাসা করা যায়। কারণ, হুমায়ুন আসরে নামতেই বিশেষ করে মালদহ, মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তাই যে কোনও কৌশলে। হুমায়ুনকে লড়াই থেকে সরানোর খেলায় নেমেছিল তাঁরা। এই কৌশলের আরও একটি দিক হল, এই ভিডিয়ো সামনে এনে ভোট ভাগাভাগি, সংখ্যালঘু আবেগের অপমান, দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র, ইত্যাদি নিয়ে ভোটের বাজার গরম করার চেষ্টা। আর জনগণের চোখটা এই দিকে রাখতে পারলে গত ৫ বছরের দুর্নীতি অনেকটাই ভুলিয়ে রাখা সম্ভব হত। কিন্তু, সবটাই এখন বুমেরাং হতে চলেছে।

শব্দছক ১৩০

রবি দাস

১	২	■	৩	৪		■	৫
৬		৭	■		■	৮	
	■		■	৯			■
■	১০		১১	■	■	১২	
১৩		■	১৪		১৫		■
■	১৬			■		■	১৭
১৮		■		■	১৯	২০	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. আলোক ৩. সুগন্ধি তরল ৬. মধুর অস্ফুট ধ্বনি ৮. চাকা ৯. চতুর্থ পান্ডব ১০. উদ্যান ১২. নিষেধ ১৩. জল ১৪. কনের বাড়িতে বরের বসবার স্থান ১৬. জলযানে পারাপারের দক্ষিণা ১৮. মৃতদেহের অগ্নি শয্যা ১৯. মুখ ২১. বিনাশ ২২. তীব্র

ওপর-নিচ: ১. গগন ২. জন ৪. সূর্য ৫. বাঁকা ৭. লেখা ৮. যা চলছে ১০. তরিতরকারিতে দেবার গাছের কাঁচাপাতা ১১. নতুন তৈরি ১৫. আওয়াজ ওঠানো ১৭. বাঁদর ১৮. মনের ভাবনা ২০. নিপুণ

সমাধান ১২৯ — পাশাপাশি: ১. দাবানল ৪. বেহুঁশ ৬. মোটা ৭. বদল ৮. ধন ৯. রোম ১০. রক্ষক ১২ বিবাদ ১৪. মলয় ১৫. দানব ১৭. পিতা ১৮. রাম ১৯. পরিখা ২০. গদা ২১. লক্ষণ ২২. লবেজান

ওপর-নিচ: ১. দামোদর ২. বাটা ৩. লবন ৪. বেল ৫. শরম ৮. ধকল ৯. রোদন ১১. ক্ষমতা ১৩. বাদাম ১৬. বলিদান ১৭. পিয়াল ১৮. রাখলি ১৯. পম ২০. গজা

আজকের দিন

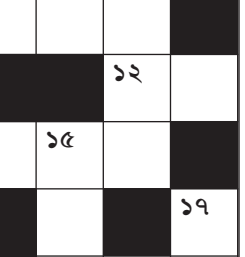

■ **১৯৭০** — অ্যাপোলো ১৩ মহাকাশযানে একটি বিস্ফোরণের পর মহাকাশে সংকট সৃষ্টি হয়।

■ **২০১০** — আইসল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

■ **২০১৪** — নাইজেরিয়া থেকে বোকো হারাম ২৭৫ জনেরও বেশি স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে।

জন্মদিন

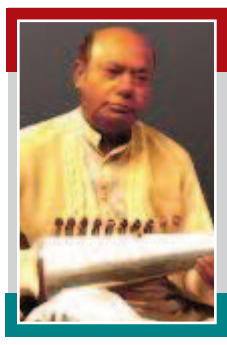

১৮৯১ *ভারতের সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেদকরের জন্মদিন।*

১৯২২ *বিশিষ্ট সরোদবাদক আলি আকবর খানের জন্মদিন।*

১৯৭২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কুণাল গাঙ্গাওয়ালার জন্মদিন।*

আলি আকবর খান

সব ঢাকা যায় কারণ আমাদের আছেন ড. ভীমরাও আম্বেদকর

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

নিশ্চিত ভাবে সিস্টেম বদলাচ্ছে। অনেক গঠনমূলক আইন তৈরী হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবর আসলেই তাতে সরব বহুজনে। এসব যতক্ষণ তাৎপর্য পাচ্ছে ততক্ষণ আমরা বলতে বাধ্য- মানবাধিকারের পাঠ অসম্পূর্ণ রয়েছে। আমরা পাঠ করছি, অভ্যাস করছি, অনুশীলনেরও প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু সব স্তরে সবাই সবটুকু এখনও হজম করতে পারছে না। সমাজসেবা কোন গুলো? বন্যা হলে খাদ্য বস্ত্র ওষুধ দেওয়া, ঝড়ে দুর্গতদের রক্ষা করা? দুঃস্থ ছেলেটাকে বই কিনে দেওয়া বা এইরকম যত কাজ সবটাই সমাজসেবা। কিন্তু তা ঘটনার প্রেক্ষিতে করা। সবচেয়ে বড় অবিরাম সমাজসেবা যদি কিছু হয়, তবে তা জাতের ভিত্তিতে মানুষের সাথে ভেদাভেদ মোছা। আমাদের অভ্যাসে এখনও মজ্জাগত- কে নীচু জাতের, কে আরো নীচু তা চিহ্নিত করা। শিক্ষিত সমাজ চট করে লোক লজ্জার খাতিরে তা প্রকাশ করেনা কিন্তু ক' জন সরব হয়ে বলে- ওই মন্দিরে কোনো ভি- আই- পি কালচার আর থাকবে না। পূজারী পূজার সময় মনেও আনবে না পাশের পুণ্যার্থী দলিত। দলিত- এখনও বলতে হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বত্রই হয়। ভিন্ন ভিন্ন তার শব্দশৈলী । কোথাও কালারড, কোথাও অ্যাফ্রিকান ব্ল্যাক, কোথাও রিফিউজি, কোথাও বলে আন্ডার প্রিভিলেজড পিপলস। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মানে সেই এক- যারা কৌলীন্য-র জন্য এখনও প্রশ্ন তোলে, মামলা করে, মানবাধিকার যাদের জন্য বেশী মাথা ঘামায়। আমাদের দেশে দলিত অধিকার রক্ষার জন্য অবশ্যই জোরদার নিয়ম, আইন, সুরক্ষা আছে। প্রয়োগও হচ্ছে। অর্থাত ওরা আইনের জোরে রাষ্ট্র সুরক্ষার জোরে কৌলীন্য পাচ্ছে। আমাদের তথাকথিত এলিট ক্লাস সর্বস্তরে কতোটা মানুষের গ্রহণযোগ্যতা শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে করছি! রচনা লিখে ফেলি, ভাষণ দিই, গান লিখি, নাটকও বানাই- কিন্তু প্রতিবাদ করে বলি না, ওই মন্দিরে পুরোহিতের সহযোগি হোক একজন দলিত। তবেই না মানুষের সাথে আচরনের শ্রেণিবিন্যাস ঘুঁচবে। বলতে পারিনা কারণ , তাতে ভয় লাগে অনেক মানুষের ভাবাবেগে ধাক্কা খেতে পারে। আজকেও তাই প্রাসঙ্গিক আম্বেদকর কথা

Educated people have betreyed me. I expected that they would do social service after getting higher education. But what I see is a crowd of small and big clerks who are busy in filling their own bellies (আগ্রা ভাষণ, ১৮ ই মার্চ ১৯৫৬) - অসংখ্য নিঃশব্দ বৈরী আচরন, তাচ্ছিল্য, নীরবে স্পৃশ্য অস্পৃশ্যতার বদভ্যাস, উঁকি ঝুঁকি দেওয়া ছোটো জাত নাক সিঁটকানি এখনও বিরাজ করছে আনাচে কানাচে। আর্থসামাজিক ভাবে উচ্চ মধ্যবিত্ত দলিত শ্রেণী আওয়াজ তুলে সামাজিক অসাম্যের কথা বলে। বাকি যারা, তারা ভাবে বাবু শ্রেণী তাদের তাচ্ছিল্য করতেই পারে। সামাজিক অধিকারের ঘরে বহু স্থলেই এ এক অলিখিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এর সবচেয়ে বিশ্রি পরিণতি, বিদেশি মিডিয়া গুলি এই সুযোগে এমন সব অতি রঞ্জিত বিকৃত ন্যারেটিভ তৈরি করে যেন মনে হয় ভারতে দলিত অবদমন সর্বত্রই। ভারত ছাড়া যেন আর কোথাও নেই এই বদভ্যাস। সেটাও আবার বড্ড একপেশে , মিথ্যাচারও। রবিন জেফরি একটা সময় ভারতীয় প্রিন্ট মিডিয়ার উপর নিবিড় অধ্যয়ন করলেন। সে সময়টা ২০০৯, যখন তিনি ইন্ডিয়াজ নিউজ পেপার রিভলিউশন লিখছেন , তখন উদাহরণ স্বরূপ তিনি সম্পাদকীয় মত নির্মাতা থেকে টেলিভিশন পর্দা মিলিয়ে ভারতের ৩০০ টির অধিক হাউজে একজনও দলিত খুঁজে পাননি। অথচ দেখুন, তিনি একবারও কর্ণাটকের সুদীপ্ত মন্ডলের কথা মনেই করলেন না। এবং কিছু মায়া কান্না কাঁদা বিশ্লেষককে দেখা গেছে দলিত অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তারা দলিত জার্নালিস্ট, ব্রাহ্মণ মিডিয়া ইকোসিস্টেম ইত্যাদির অবতারণা করছেন। যা মূল বিষয়ের থেকে আমাদের বিভ্রান্ত করে। যা কালচারাল মার্কসিজমের অতি আঁতেলিজম ব্যতীত আর কিছুই না। অধিকাংশ পেশায় দলিত সংরক্ষণের ফলে তাঁরা আপাত সুরক্ষিত চাকরিতে বহুল ভাবে নিযুক্ত। ডাক্তার শিক্ষক থেকে পুলিশ প্রশাসন আপাত অধিক সুরক্ষিত পেশায় সর্বত্রই তারা বিরাজ করছে। তাই, কতজন সাংবাদিক দলিত আর কতজন রাঁধুনী ব্রাহ্মণ আলোচনার বিষয় তা নয়। যখন একজন ব্রাহ্মণ, একজন পুরোহিত একজন আত্মতুষ্ট উঁচু জাত জানল পাশের জন দলিত তখন কি সামাজিক সব রীতিতে তিনি সুস্থ ভাবে হাঁটতে পারবেন? নাকি উঁচু জাত মুখ গোমড়া রেখে মনদলিত করে তাদের শুকনো ভঙ্গিতে আসুন বসুন করবে। রেসিজম, সোস্যাল ডিসক্রিমিনেশন কোনো আইনে দমে না। এ এক মানসিক অভ্যাস, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান।

এখনতো সংবাদ আসে, মন্দিরে দলিত যুগল ঢুকছে আদালতের নির্দেশে। যে প্রদেশ থেকেই আসুক না কেন তা হচ্ছে আমাদের মনের ধারা বদলায়নি, ঠেকাতে এগিয়ে আসছে সংবিধানের ধারা ১৫- যা বলে মানুষে মানুষে ভেদ না। এখন প্রশ্ন আসছে কোন ধারা বেশী শক্তিমান, মনেরধারা নাকি সংবিধানের! ১৯৮৮ তে Surya Narayan Chaudhary vs State of Rajasthan এ যে রায় ছিল- prohibited temples from discriminating Dalits right to workship and enter the sacrosanct spaces as a rule of law! তারপর এত বছর কাটল, কিন্তু গত বছর মার্চ ১৩ তে, পূর্ব বর্ধমানের গিধগ্রাম মন্দিরে ৩০০ বছর পর দলিত পরিবার ঢুকল পূজা দিতে। দাস পাড়া, যা বুঝি দলিত পাড়া। তাও মন্দিরের মাত্র ১০০ মিটার দূরত্বে। দেবতার কাছে তারা যাবে কোন অধিকারে? কে বলবে এসব বিষয়ে কথা ! এত বছর কমিউনিস্ট শাসন চলেছে, মেরামত করার সাহস হয়নি কেন! কেন একটা- দুটো- পাঁচটা খাপ পঞ্চায়েত বসে নির্দেশ আসেনি- যাবে সবাই ওই মন্দিরে। ভয়? পাপ পুণ্য র ভয় ছিল। দলিতের অধিকার মানে শুধুমাত্র সংবিধানের কথা না, মনবিধানের কথা। কথাটা এখন আম্বেদকরের মেজরিটি মাইনরিটি থিওরির না। পৃথিবীর সব সমাজ সব সভ্যতাতেই জাতিতে অসমতা থাকবে। থাকতেই হবে। তা বলে কি বৈষম্য থাকবে? বিরোধ হোক বৈষম্যবোধে বৈষম্য আচরনে - ভাবে- চিন্তনে।

আম্বেদকর একটা সেনসেশন, একটা নিঃশব্দ বিপ্লব, সেন্টিমেন্ট। এলিটিজম অফ কনস্টিটিউশনের পালক আমরা কারণ আমাদের একজন আম্বেদকর আছেন। অসাম্য বৈষম্য অনাচার টিকে আছে কারণ এসবকে আইনের চোখ অমান্য করলেও কমিউনিটি হ্যাবিট অনেক সময়ই মান্যতা দেয়। রাষ্ট্র সুরক্ষা দিচ্ছে দলিত উন্নতিকল্পে। SHREYAS এ অনগ্রসর জাতির ছাত্রদের জন্য ৬৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ যা ১৪ হাজার স্কলারকে দেশ ব্যাপী সংগঠিত সংরক্ষণ দিচ্ছে। তপসিলি জাতির ৫.৬৫ কোটি ছাত্র ৪০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক রাষ্ট্র অনুদানে পুষ্ট। প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপে ২.৭২ কোটি ছাত্র লাভবান। PM-YASASVI প্রকল্পে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্ররা স্কলারশিপ আবাসনের সুবিধা সুরক্ষা পাচ্ছে । এ তালিকা বেশ দীর্ঘ, SHRESHTA প্রকল্পে আনুমানিক ৩.৪৮ লক্ষ তপশিলি জাতির ছাত্র কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় উপকৃত (বরাদ্দ ৬৪৮ কোটি টাকা)। এর পরেও কিন্তু এস সি, এস টি অ্যাটরোসিটি প্রিভেনশন অ্যাক্ট সংযোজিত হয়, তার ব্যাখ্যা বিতর্ক ইত্যাদি সব থাকে। আমাদের ন্যাশনাল হেল্প লাইন নাম্বার আছে- ১৪৪৪৬, যেখানে গোপনীয়তা পালন করেই সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যক্তি বা পরিবারকে মানসিক সহচার্য, পেশা সম্বন্ধীয় দিক নির্দেশ করা হয়। কিন্তু যে ছেলেটা তফসিলি হওয়ার অপরাধে উঁচু জাতের কম নাম্বার পাওয়া সহপাঠী র বাড়িতে জন্মদিনে মিষ্টি খাওয়ার নেমতন্ন আজকেও পাচ্ছে না। সে কী সত্যিই এই নাম্বারটা সেভ করছে ! তারতো মনে মগজে সেভ হচ্ছে এই বৈষম্য। কখনও আবার লড়ে করে দেখানোর স্থূলিঙ্গ তৈরী হচ্ছে। কখনও হতাশ হচ্ছে। পরিচয়ের লড়াই বড্ড কঠিন যে। কোন দেশে কত হারে রেসিজিম আছে সেসব কোনো পরিসংখ্যানেই যাব না। গন অভ্যুত্থান এই মাটিতে বারবার এসেছে। কখনও শ্রী রামচন্দ্রের বানরের সাথে সখ্যতা, কখনও লালন ফকিরের অখন্ড মানবতা , মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মানব প্রেম , রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব মানব দর্শন, বিবেকানন্দের মানব দর্শন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মনুষ্যত্ব প্রেম থেকে ডক্টর আম্বেদকরের লিখিত আইন দলিল সবটাই বিশ্বে অদ্বিতীয়। এমন আশ্চর্য ঐশ্বর্য থাকার পরেও আমাদের পলিটিক্যাল ডেমোক্রাসির সাথে সোস্যাল ডেমোক্রাসিটা কতোটা গঠন হল তা ভাবতে হয়। আম্বেদকর জয়ন্তী আসতেই ভাবনাটা একটু বেশী উস্কানি পায়। ২০১৫ তে এক টুকরো খবর চোখে পড়েছিল। তেলেঙ্গানার দলিত কিশোর নবীন নায়েক মন্দির পূজারী হচ্ছে। রঙ্গ রেড্ডি জেলার ১৩ বছরের ছেলেটির জন্য তা সত্যিই খুব আনন্দের বার্তা। কিন্তু সার্বিক ভাবে কতটা গঠনমূলক বার্তা।

কারণ শ্রী দত্তগিরি মহারাজ বৈদিক পাঠশালার যেসব পাঠ প্রশিক্ষণ ছিল তা সে আয়ত্ত করেছে। উত্তীর্ণ হল কারণ সে হুবহু ব্রাহ্মণের মত গনপতি মন্ত্র, শান্তি মন্ত্র পাঠ করতে সক্ষম। সত্যিই প্রশংনীয়। পরের ব্যাচের নতুন উত্তীর্ণ ছেলেটিকে কি তুলনা করে বলা হবে, এই নতুন বালকটি উপজাতি পুত্র নবীনের মত পাঠ করল! নিশ্চিত বলা হয়নি এখনও। যে বালকই যথাযথ শ্লোক পাঠ করে তাকেই বলা হয় সে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ পাঠরত। এটাই আমাদের ব্যামো। এটাই আমাদের মনের উন্নতির নির্বাপন। এটাই প্রহসন এটাই যন্ত্রনার। এই দ্বিচারিতা আছে তাই এখনও আম্বেদকর দর্শন মাথা কুটে মরছে। এখনও দলিত কনফারেন্স হয়। এখনও দলিত সুরক্ষার উপর গবেষণা পত্র প্রকাশ হয়। ভোটে দলিত প্রতিনিধি থাকে, সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভাল জানলে ভোট ভাল আসে। আমাদের সব কিছুই ঢাকা পরে যায়, কারণ কভার স্টোরিতে আম্বেদকর আছেন।

স্থায়ী শান্তি, নাকি সাময়িক বিরতি?

অর্কপ্রভ দাস

পশ্চিম এশিয়ার ভবিষৎ হয়তো সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তায় দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ,কারণ মার্কিন ইরান সংঘাত আগামীদিনে কোনদিকে মোড় নিতে চলেছে তা নিয়ে ধন্দ কিন্তু কাটছে না। আর এর মধ্যেই পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইসলামাবাদের পাঁচতারা সেরেনা হোটেলে আলোচনায় বসতে চলেছে বিবাদমান দুইপক্ষ, ওয়াশিংটন এবং তেহরান। আন্তর্জাতিক মহলের নজর সেই দিকে। বলা বাহুল্য এই নিয়ে পাকিস্তানের উত্তেজনা রীতিমতো তুঙ্গে। রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক,সামাজিক,সামরিক প্রায় প্রতিটিক্ষেত্রে চরম ব্যার্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত পাকিস্তান খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়টিকে তাদের বিশাল কূটনৈতিক জয় হিসাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চাইছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না পশ্চিম এশিয়ার প্রেক্ষাপটে বিষয়টি শুধু আমেরিকার হাতে সীমাবদ্ধ নয়,এখানে আরো একটি অতি শক্তিধর রাষ্ট্র রয়েছে যার নাম ইজরায়েল। আমেরিকা ইরানের মধ্যে দুসপ্তাহ যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কিছু পরেই লেবাননে একের পর এক বড়ো মাপের হামলা চালায় ইজরায়েল এবং সেই হামলার ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। যার জেরে আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে সমঝোতা শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না, তা নিয়েও সংশয় কিন্তু ইতিমধ্যেই দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

আমেরিকা-ইরানের এই সাময়িক যুদ্ধবিরতি কে মৌখিকভাবে সমর্থন জানালেও নিজের শত্রুদের যে বিন্দুমাত্র সুযোগ দিতে রাজি নয় ইজরায়েল তা তাদের কার্যকলাপেই প্রমাণিত। ইরান এই হামলা নিয়ে বেঁকে বসলেও ইজরায়েল সাফাই দিয়েছে লেবানন এই সাময়িক যুদ্ধবিরতি শর্তের আওতাধীন নয়। সহজে ছাড়ার পাত্র নয় ইরানও। যুদ্ধ বিরতির পরেও সৌদি আরবের একাধিক তৈলক্ষেত্রে হামলা চালিয়েছে ইরান,তাছাড়া আলোচনরা প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হরমুজ প্রণালীর জাহাজ পরিবহনও স্বাভাবিক করেনি তারা। ইরানের সংবাদসংস্থা ফার্স নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে হরমুজ প্রণালীতে তেলবাহী ট্যাঙ্কার চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আবার ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে দাবি করেছেন ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ আর হবে না এবং যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে মিলে 'ধূলিকণা' খুঁড়ে মাটির গভীরে ধ্বংসস্তুপের নীচে চাপা পরে থাকা পারমাণবিক উপাদান উদ্ধার করে করে সরিয়ে নেবে। এক্ষত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে ২০২৫ সালের জুন মাসে মার্কিন বিমানবাহিনী ও মার্কিন নৌবাহিনী একযোগে ইরানের একাধিক পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছিল এবং সেখানেই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে পারমাণবিক উপাদান চাপা পরে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে ইরানের সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এর প্রকাশিত দশ দফা শর্ত অনুযায়ী ইরান তাদের ইউরানিয়াম এনরিচমেন্ট প্রোগ্র্যাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর এবং হরমুজ প্রনালীতেও তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা থেকে তারা কোনোমতেই পিছু হটবে না। এর পাশাপাশি তাদের আরো দাবি পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে মার্কিন সেনার প্রত্যাহার এবং লেবানন সহ পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্র গুলিতেও যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হবে। যদিও এই দাবিগুলি আমেরিকার পক্ষে মেনে নেওয়া খুবই কঠিন এবং তারা সেগুলি মানবে বলেও মনে হয়না।

তবে হাস্যকর বিষয় হলো হোয়াইট হাউস এর তরফ থেকে ইরানের দেওয়া যে দশ দফা দাবির কথা বলা হয়েছে সেগুলি ইরানের নিজের প্রকাশ করা দাবির থেকে অনেকটাই ভিন্ন। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে.ডি.ভ্যান্স একে 'লেজিটিমেট মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং' বলে ব্যাঙ্গ করেছেন। তাঁর দাবি যুদ্ধ বিরতির ক্ষেত্রে আমেরিকা লেবাননের কথা কখনো ইরানের কাছে উল্লেখই করেনি, ইরান সম্ভবত ভুল বুঝেছে। একইভাবে সুর চড়িয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পও। তাঁর দাবি কোনোরকম পারমাণবিক অস্ত্র ইরানের থাকবে না এবং হরমুজ প্রণালী মুক্ত এবং নিরাপদ করতে হবে। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এদিন ট্রাম্প আবার দাবি করেন যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রকৃত কোনো শান্তিচুক্তি হচ্ছে ততদিন ইরানের চারপাশ থেকে মার্কিন রণতরী,যুদ্ধবিমান ,সেনা,অস্ত্র সবকিছু মোতায়েন থাকবে। তাছাড়া হরমুজ প্রণালীতে বিভিন্ন দেশের খনিজ তেল বহনকারী ট্যাঙ্কারগুলির চলাচলের উপর ইরানের শুল্ক আরোপ নিয়ে সরব হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন,ইরানের অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক,হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল পরিবহণ অব্যাহত থাকবে। যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসাবে ইরান প্রাথমিকভাবে হরমুজ প্রণালী দিয়ে খনিজ তেল বহনকারী ট্যাঙ্কারগুলির অবাধ যাতায়াতে সম্মতি দিলেও পরে বেঁকে বসে। বৃহস্পতিবার তেহরান জানায়, হরমুজ প্রণালীর উপর তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। দু'সপ্তাহের সংঘর্ষবিরতি পর্বে দিনে ১৫টির বেশি জাহাজ ওই জলপথ দিয়ে যেতে দেওয়া হবে না এবং তার জন্য দিতে হবে চড়া শুল্ক। তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১০টি জাহাজ হরমুজ প্রণালী পার করতে সমর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প ইরানকে সতর্ক করে বলেছেন যাতে তারা যেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অত্যন্ত সংবেদনশীল হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের উপর শুল্ক আরোপ না করে। যদিও ইরান সেই দাবি মানেনি।

তবে অনিশ্চয়তার এই দোটানার মধ্যেই ১১ই এপ্রিল শনিবার ইসলামাবাদে আলোচনায় বসতে চলেছে বিবাদমান দুই পক্ষ। পাকিস্তান বহুবছর পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেদের কিছুটা অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে যারপরনাই খুশি। বর্তমানে গোটা বিশ্বের নজর আপাতত ইসলামাবাদের দিকে। গোটা ইসলামাবাদকে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে। কার্যত লকডাউন পরিস্থিতি ইসলামাবাদ জুড়ে। অহেতুক ভিড় এড়ানোর জন্য দুদিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা হয়েছে। রাস্তা জুড়ে টহল দিচ্ছে পাক সেনা, পুলিশ এবং রেঞ্জার্স বাহিনী। কিন্তু এতো আয়োজন বাস্তবে কতটা ফলপ্রসূ হবে তা সময় বলবে। মার্কিন ইরান যুদ্ধবিরতি সাময়িক নাকি স্থায়ী শান্তি নিয়ে আসবে আপাতত সে দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব।

চর্চাবাসর ১২৯

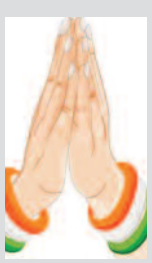

বাংলা শব্দ আমন্তরণ-এর মূল একটি সংস্কৃত-উদ্ভূত মূল কাঠামো, যাকে সাধারণত নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা হয়। আ (উপসর্গ), √মন্ত্র (মূল) + অন (প্রত্যয়) [ā+মন্ত্র+আনা]। আ (ā) একটি উপসর্গ (উপসর্গ) যার অর্থ 'দিকে,' 'সম্পূর্ণরূপে,' বা 'নিকটবর্তী। √মন্ত্র (mantra)সংস্কৃত মূল 'মন্ত্র' (যার অর্থ ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো বা পরামর্শ দেওয়া) থেকে উদ্ভূত মূল অংশ । অন (খ:খ) একটি প্রত্যয় যা কোনো কিছুকে বিশেষ্য পদে পরিণত করে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইন্দাসের বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারে মিঠুন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: বাঁকুড়া জেলায় ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছে আগামী ২৩ এপ্রিল। হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। প্রার্থীদের ভোট প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া জেলায় প্রতিদিনই ভিআইপি প্রচার হয়েছে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের। এদিন ইন্দাসে ভোট প্রচারে অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ইন্দাসের বিজেপি প্রার্থী নির্মল কুমার ধারা ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করে পাঁচ বছর বিধায়ক ছিলেন। পুনরায় তাঁর ওপর দল ভরসা করেছে। এবার তাঁর ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই। তাই প্রচারে খামতি রাখছেন না তিনি। তাই এদিন তাঁর হয়ে ভোট প্রচারে ইন্দাসে এলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ইন্দাসের আকুইতে একটি অস্থায়ী হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে প্রথমে মিঠুন চক্রবর্তীর চপার অবতীর্ণ হয়। সেখান থেকে আকুইবাজার থেকে একটি হুড খোলা গাড়িতে প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে ভোট প্রচার করতে শুরু করেন তিনি। রাস্তার দু'পাশে দলীয় কর্মী, সমর্থক ছাড়াও অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে হাজার হাজার ভক্ত ভিড় জমান। পুষ্প বৃষ্টির মধ্য দিয়ে মিঠুন চক্রবর্তীকে বরণ করে নেন সাধারণ মানুষ থেকে দলীয় কর্মী, সমর্থকরা। আকুই থেকে সাহসপুর বাজার পর্যন্ত প্রায় সাত থেকে আট কিলোমিটার মিছিল হয়।

গুড়াপে পথদুর্ঘটনা

আহত চালক-সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীর তিন জন জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুড়াপ: বীরভূমে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় পড়ল কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি গাড়ি। লরির সঙ্গে চারচাকার গাড়িটির ধাক্কায় আহত কেন্দ্রীয় বাহিনীর তিন জন জওয়ান-সহ গাড়ির চালক। সোমবার ভোরবেলা দুর্ঘটনাটি ঘটে ১৯নং জাতীয় সড়কের গুড়াপ থানা এলাকায়। আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আহতদের অবস্থা স্থিতিশীল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি স্করপিও গাড়ি করে আইটিবিপি-র একজন মেডিক্যাল অফিসার, একজন সিনিয়র কম্যান্ডেন্ট ও একজন নিরাপত্তারক্ষী জাতীয় সড়ক ধরে বীরভূমের মোড়গ্রামে যাচ্ছিলেন। গুজরাট থেকে ট্রেনে করে এসে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি স্টেশনে তাঁরা নামেন। সেখান থেকে একটি স্করপিও গাড়ি করে তাঁরা বীরভূমের দিকে রওনা দেন। সেই সময় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে গুড়াপ থানায় এলাকায় গাড়িটির সঙ্গে একটি লরির ধাক্কা হয়। ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি। চালক-সহ গাড়িতে থাকা আইটিবিপি'র সদস্যরা আহত হন। টহলরত গুড়াপ থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সেখান থেকে তাঁদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বর্ধমানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত বাহিনীদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

প্রচারে গিয়ে ক্ষোভের মুখে আইএসএফ প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোট প্রচারে গিয়ে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়লেন আইএসএফ প্রার্থী মুসা কারিমোল্লা। সোমবার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার এই আইএসএফ প্রার্থী হুডখোলা গাড়িতে ভোটের প্রচারে যান বসিরহাট উত্তর বিধানসভার ভেবিয়া ২২২ নম্বর বুথে। সেখানে গিয়েই স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন প্রার্থী মুসা কারিমোল্লা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বিগত কয়েক মাস আগে এই মুসা কারিমোল্লা একটি আইএসএফের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আইএসএফ ক্ষমতায় এলে মাদ্রাসার নামে চাঁদা তোলা বন্ধ করে দেব।' আর এতেই ক্ষেপে যায় এলাকার কিছু মানুষ। এদিন সেই মুসা কারিমোল্লা নিজে প্রার্থী হওয়ার পর ভেবিয়া ২২২ নম্বর বুথে প্রচারে গেলেই এলাকার মানুষ তাঁর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি সেই দিন এমন ধরনের বক্তব্য দিয়েছিলেন কেন সে বিষয়ে বিক্ষোভকারীরা তাঁকে প্রশ্ন করেন। এই নিয়ে দীর্ঘক্ষণ প্রার্থী রাস্তার উপরে আটকে থাকেন বিক্ষোভকারীদের বাধায়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
১২ তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ইমেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট - ৪
(রুল ৮(১)

যেহেতু

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা, অফিস - জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, ১২তম তল, কলকাতা - ৭০০০৭১ নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৭.০১.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **"মেসার্স যমুনা সার্ভিস স্টেশন"** গ্রাম এবং পোস্ট কলাডাঙ্গা, থানা - দৌলতাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৩০৪, **শ্রী কল্যাণ কুমার দাস, "মেসার্স যমুনা সার্ভিস স্টেশন" এর অংশীদার, পিতা প্রয়াত হরেন্দ্র নাথ দাস এবং শ্রীমতী যমুনা দাস, "মেসার্স যমুনা সার্ভিস স্টেশন" এর অশীদার, স্বামী শ্রী কল্যাণ কুমার দাস এবং শ্রীমতী সংযুক্ত দাস, "মেসার্স যমুনা সার্ভিস স্টেশন" এর অংশীদার, পিতা শ্রী কল্যাণ কুমার দাস** সকলের ঠিকানা ৫৬/১/এ, বাবুল বোনা রোড, (রাইকানন) পো এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১ অ্যাকাউন্ট নং ১১৭৪২৯৫৬৫৮৪ (ক্যাশ ক্রেডিট) নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৭৪,২৬,৯৬৬.৭১ টাকা (চুয়াত্তর লাখ ছাব্বিশ হাজার নশো ছেষট্টি টাকা এবং একাত্তর পয়সা) ২৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৭.১২.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া ৭৪,২৬,৯৬৬.৭১ টাকা (চুয়াত্তর লাখ ছাব্বিশ হাজার নশো ছেষট্টি টাকা এবং একাত্তর পয়সা) ২৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৭.১২.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

মোট সম্পত্তির তপশিল বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী কল্যাণ কুমার দাস, পিতা প্রয়াত হীরন্দ্রে নাথ দাস।
স্বত্ব দলিল নং ১-৪২৬৯/১৯৯৪ এবং ১-৪২৭১-/১৯৯৪।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ জমি অবস্থিত জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা : দৌলতাবাদ, মৌজা : চর ইসলামপুর, জেএল নং ১৫২, এসআরও বহরমপুর, খতিয়ান নং আরএস ৪৬৮, এলআর ৯৩৮, ১০২৪, প্লট নং এলআর ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৭, শ্রেণি-ভিটা, এরিয়া ০.৬৪২৫ একর।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : মালিকের সম্পত্তি। দক্ষিণে : জলঙ্গী রোড। পূর্বে : অন্যান্যের ভবন সম্পত্তি। পশ্চিমে : জয়নাল আবেদিন এর সম্পত্তি।

তারিখ : ১০.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসটি-ওটি-ওয়াইফাই-রেলনেট-কেজিপি-২৬, তারিখ ঃ ১০.০৪.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কো)/খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা দুপুর ১২টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** (ক) আবাদাতে কম্বাইন্ড ক্রু লবি সহ ১০০ শয্যার রানিং রুম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত রেলনেট যোগাযোগ (খ) মেচেদাতে ২০ শয্যার রানিং রুম নির্মাণের জন্য রেলনেট যোগাযোগ (গ) খড়গপুরে নতুন কম্বাইন্ড ক্রু লবি নির্মাণ সম্পর্কিত টেলিফোন ও রেলনেট/এফওআইএস যোগাযোগের ব্যবস্থা (ঘ) খড়গপুর ডিভিশনে ডিআরএম বিল্ডিং ও অন্যান্য অফিসে হাইস্পিড ওয়াই-ফাই অ্যাক্সেস পয়েন্টের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯১,৭৫,৯৯৪.৮৫ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১,৮৩,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ০৪.০৫.২০২৬-এ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ০৪.০৫.২০২৬। আগ্রহী টেন্ডারদাতা টেন্ডারের পুরো বিশদ, বর্ণনা, মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইন বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবে কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-42)**

জাঙ্গিপাড়ায় খোদ মন্ত্রীর এলাকাতে উন্নয়ন থমকে: প্রসেনজিৎ বাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জাঙ্গিপাড়া: জাঙ্গিপাড়া শ্রীরামপুর লোকসভার অধীনে। এই লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জাঙ্গিপাড়া বিধানসভার বেশিরভাগই গ্রামীণ এলাকা। চণ্ডীতলা-১ ব্লকের আইনিয়া, হরিপুর, মশাট ও শিয়াখালা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্র। রাজ্যে পালাবদলের আগে এই কেন্দ্র দীর্ঘদিন বামেদের দখলে থাকলেও, ২০১১ সাল থেকে টানা তিন বার জিতেছেন তৃণমূল বিধায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তী। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীও হয়েছেন। দু'বছর আগেই লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে এই কেন্দ্র থেকে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। ফলে লড়াই অনেকটাই সহজ বলে দাবি করছেন তৃণমূল প্রার্থীর। মন্ত্রী স্নেহাশিসের দাবি, 'গত লোকসভা নির্বাচনে জাঙ্গিপাড়ায় ২৮ হাজার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে। এবার সেই ভোট আরও দশ হাজার বেড়ে ৩৫-৪০ হাজার ভোটে জাঙ্গিপাড়া থেকে জয়ী হতে চলেছি। অন্যান্য বারের থেকেও এবারে মানুষ আরও বেশি সমর্থন করছে।' বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে গত পাঁচ বছরে। তবে বেশ কিছু এলাকায় গ্রামীণ উন্নয়ন নিয়ে মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। বিদায়ী বিধায়কের কথায়, 'যে মানুষগুলো উন্নয়নের অধীনে আসেনি, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। এখনও বেশ কিছু মানুষ বার্ধক্য ভাতা পাননি। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পরেও এক বছরে ৩২ লক্ষ মাটির বাড়ি দিয়েছে তৃণমূল সরকার। তবে এখনও কিছু মাটির বাড়ি রয়েছে। জল, জীবন মিশনের কিছু কাজ বাকি রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রাখায় সেই কাজ করা যাচ্ছে না। গ্রামীণ এলাকায় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।' যদিও এ প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী প্রসেনজিৎ বাগ বলেন, 'বর্ষাকালে রাস্তা দিয়ে চলা যায় না। দু'-একটা ডাক্তার দিয়ে হাসপাতাল চলছে। শুধু নীল-সাদা বাড়ি করে দিলেই উন্নয়ন হয়ে গেল? ভোটের আগে রাস্তা তৈরি করছেন, পাঁচ বছর ধরে কোনও উন্নয়ন হয়নি।' বিরোধীদের আরও অভিযোগ, 'খোদ মন্ত্রীর এলাকাতেই বহু জায়গায় আটকে উন্নয়নের কাজ। বেশ কিছু গ্রামীণ রাস্তায় এখনও চলা দায়। পানীয় জলের সমস্যাও তুলে ধরছেন সাধারণ মানুষ। বড়গাছিয়া থেকে চাঁপাডাঙা পর্যন্ত রেলের দাবি রয়েছে। কৃষকদের জন্য হিমঘর করার দাবি করেছেন অনেকে।' উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন প্রসেনজিৎ বাগ। পরের বার প্রার্থী বদল হয়। ২১-এর নির্বাচনে প্রার্থী করা হয় দেবজিৎ সরকারকে। এ বার ফের বিধানসভার লড়াইয়ে প্রসেনজিৎ। মুসলিমদের অন্যতম পবিত্র স্থান ফুরফুরা শরিফ অবস্থিত এই বিধানসভা এলাকাতেই। রয়েছে ভালো সংখ্যক মুসলিমদের বসবাস। তৃণমূল প্রার্থীর দাবি, 'নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে এসআইআর করে লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে। এভাবে তারা বাংলা দখল করতে চায়। কিন্তু বাংলার মানুষ ভোট বাক্সে বাংলা থেকে এই বিজেপিকে নির্মূল করে ছাড়বে।' অন্য দিকে, বিজেপি প্রার্থী বলছেন, 'সংখ্যালঘুরা বুঝতে পেরেছে কোনও কাজ হয়নি। আমরা সব সময় বলি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। তাই তারা আগামীদিনে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থাকবে।'

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৯৮০৮/২২৪৮ ৮১৭৩, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ০০২১/২২১০ ৭৮৯৩
ইমেইল: jaibalaji@jaibalajigroup.com
ওয়েবসাইট: www.jaibalajigroup.com

ভৌত শেয়ার স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ভৌত শেয়ার স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য আরেকটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে, যা এক বছরের জন্য, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা হয়েছে, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি বা কেনা ভৌত শেয়ার স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য প্রযোজ্য।

এই বিশেষ উইন্ডোটি সেইসব স্থানান্তর অনুরোধের জন্যও উপলব্ধ থাকবে যা আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথি/প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া/পরিপূরণ করা হয়নি।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা তাদের অনুরোধগুলি প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১-এর কাছে contact@mdplcorporate.com/compliance@mdplcorporate.com ঠিকানায় জমা দিতে পারেন। যোগাযোগ নম্বর ০৩৩ ২২৪৮২২৪৮, ২২৪৩৫০২৯ অথবা কোম্পানির ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, যোগাযোগ- ২২৪৮৯৮০৮/২২৪৩৫০২৯, ই-মেইল- **jaibalaji@jaibalajigroup.com** ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে পারেন।

এই সময়ের মধ্যে, স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তরকারীর কাছে জমা করা হবে, শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে, যখন আরটিএ সমস্ত নথিপত্র যথাযথভাবে সনাক্ত করবে এবং হস্তান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই ধরণের সিকিউরিটিগুলি স্থানান্তরিত/লিয়েন-মার্ক/অংশগ্রহণ করা হবে না।

অতএব, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা যথাযথভাবে সম্পাদিত হস্তান্তর দলিলগুলি এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র, সর্বোপরি সম্পূর্ণ, কোম্পানির আরটিএ-তে জমা বা পুনর্দাখিল করতে পারেন।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম নং : এফ৬২৮৫
তারিখ : ১৩.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড
CIN : L40200WB1968PLC224116
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১ ০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
ইমেল : sclinvestors@somanyceramics.com/corporateaffairs@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট : www.somanyceramics.com

নোটিশ

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড এর ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ এর হস্তান্তরের অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তিকরণ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২) ২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহের হস্তান্তর অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তিকরণের জন্য **৫ ফেব্রুয়ারি২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত** এক বছরের মেয়াদে বিশেষ ব্যবস্থার সুবিধা প্রদানের আরও এক সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ এর হস্তান্তর অনুরোধ যা বাতিল/ফেরত/ব্যবস্থিত হয়নি নথি দাখিলের অপ্রতুলতার কারণে/প্রক্রিয়া বা অন্যভাবে ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে দাখিল করা, তার ভ্রম সংশোধন করে সম্পূর্ণ নথিতথ্যের মাধ্যমে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সময়ের এক বছরের মেয়াদে হস্তান্তর এর নথিভুক্তিকরণ করা হবে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা . লি., ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩ ২২৪৮ -২২৪৮/২২৪৩-৫০২৯ বা ই-মেল : contact@mdplcorporate.com।

হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহ কেবল ডিমাট আকারে ইস্যু করা হবে এবং লক-ইন অধীনে থাকবে একবছরের মেয়াদে হস্তান্তরের নথিভুক্তিকরণের তারিখ থেকে, আরটিএ দ্বারা সমুদয় নথি যথাযথ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া সাপেক্ষে।

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
(অনুজ কালিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ১৩ এপ্রিল ২০২৬
স্থান : নয়ডা

SBI | এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো - ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১২০
ইমেল আইডি - sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c. Nos. 41605910962 (SBI- HBL), 41649597650 (SBI- Suraksha) এবং 41864218396 (HBL Top-up)

যেহেতু

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর (২০০২ এর ৫৪) রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২৯.০১.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী রানা সাহা, পিতা প্রয়াত অমল সাহা ঠিকানা - শ্রীপুর, বাদামতলা, পো - মধ্যমগ্রাম বাজার, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩০** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৮,২৮,৭৫৫.০০ টাকা (আঠাশ লাখ আঠাশ হাজার সাতশ পঞ্চান্ন টাকা) ২৮.০১.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর** নিকট বকেয়া **২৮,২৮,৭৫৫.০০ টাকা (আঠাশ লাখ আঠাশ হাজার সাতশ পঞ্চান্ন টাকা) ২৮.০১.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জিবি, একতলায়, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, **মোহিনী মহল,** পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৮৭০ বর্গফুট** কমবেশি মৌজা- চকগানিয়াগাছি, জেএল নং ২৪, তৌজি নং ১৫১, আরএস দাগন নং ৪০, ৪০/৫৩, আরএস খতিয়ান নং ৩৮ এবং ৩১, ওয়ার্ড নং ১০৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২২৬, অজয় নংগর, আরও পরিচিত ২২৬, অজয় নগর শতাধী পার্ট, প্লট নং ৯ডি, দাগ পাড়া মুখার্জিপুর, থানা -পূর্ব যাদবপুর পূর্বতন কসবা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৯৯, দলিল নং ১৯০৪০০৭৮৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২১, পৃষ্ঠা ৫২১১৪ থেকে ৫২১৫০-২০২১ সালের। এআরএ -৪, কলকাতা। **সম্পত্তি শ্রী রানা সাহা, পিতা প্রয়াত অমল সাহা এর নামে।**
সম্পত্তি ভবন চৌহদ্দি : উত্তরে স্কিম প্লট নং ৩ এবং ৪। **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **পূর্বে :** স্কিম প্লট নং ৮। **পশ্চিমে :** স্কিম প্লট নং ১০।

তারিখ : ১০.০৪.২০২৬
স্থান : কসবা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

দ্বারকেশ্বরে ডুবে মৃত্যু শিবভক্ত কিশোরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: হাজারো বছরের অধিক পুরনো বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য বাবা ষাঁড়েশ্বরের গাজন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। হাজার হাজার ভক্তের পাশাপাশি বিষ্ণুপুর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের বাগিস পাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ ঘোষও ভক্ত হয়েছে। কৃষ্ণ ঘোষের বয়স ১২ বছর। বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। প্রতিদিন নির্জলা উপোস থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে শিব পুজোয় অংশগ্রহণ করেছিল সে। সকলের সঙ্গে সোমবার ষাঁড়েশ্বর মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া দ্বারকেশ্বর নদীতে স্নান সারতে যায়। হঠাৎ করেই অসতর্কবশত জলে তলিয়ে যায় কৃষ্ণ ঘোষ। তড়িঘড়ি অন্যান্য ভক্ত এবং স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ভোট প্রচার ছেড়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে পৌঁছন বিষ্ণুপুর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস তন্ময় ঘোষ এবং বিষ্ণুপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শুকনা চ্যাটার্জি। এই ঘটনায় দুজনেই দুঃখ প্রকাশ করেন। পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। দুই প্রার্থী মৃত কিশোরের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। জানা যায়, বছর দুয়েক আগে এই মৃত কিশোরের বাবা মারা গিয়েছে। মায়ের সঙ্গে সে থাকতো। এদিন পুজোর দিনে সন্তানের অকাল মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই দিশেহারা মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই দৃশ্য দেখে বিষ্ণুপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শুক্লা চ্যাটার্জির চোখের কোনে জল। পাশাপাশি হাসপাতালে ছুটে আসে বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান এবং চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। সব মিলিয়ে কিশোরের এই মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া সমগ্র বিষ্ণুপুরে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সাত সকালে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে। খুন নাকি দুর্ঘটনা এনিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের দাবি, ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হয়তো দুষ্কৃতীরা নির্জন রাস্তায় কুপিয়ে খুন করে লুটপাট চালিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোয়াপাড়া বাঁধ রোড এলাকার রাজ্য সড়কে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের যুবকের নাম আজমাল হোসেন (২১)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তালশুর গ্রামে। স্থানীয় জানা গিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয় যুবক। এরপর বাড়ি থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে বাংলা-বিহার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোয়াপাড়া বাঁধ রোডের ধার থেকে সাত সকালে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। শরীরে মারধরের একাধিক চিহ্ন রয়েছে। মৃতের এক দাদা জহুরুল হক বলেন, 'আজমল হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি লেদ কারখানায় কাজ করতো। এদিন রাতে শ্বশুর বাড়ির নাম করেই মোটরবাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। তারপরে সারারাত আর ভাইয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সকালে লোকমুখে জানতে পারি নোয়াপাড়া এলাকার রাজ্য সড়কে ভাইয়ের রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। আমাদের ধারণা ফাঁকা রাস্তায় মোবাইল টাকা পয়সা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই ওকে হয়তো এভাবে মারা হয়েছে। যদিও মৃতদেহের পাশে মোটরবাইক পড়ে থাকলেও, ওর মোবাইল অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যায় নি।' হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সুবুদ্ধিপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৫.০৫.২০২৬ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুবুদ্ধিপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩১,১৬,৮৭৩.৪৪ টাকা (একত্রিশ লাখ ষোলো হাজার আটশ তিয়াত্তর টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) ২০.০৪.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **রোলেক্স অপটিক্যাল এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শ্রী অসীম ভট্টাচার্য (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত অনিল কুমার ভট্টাচার্য, হোল্ডিং নং ৪৮২, বৈদ্যপাড়া রোড, পুরাতন থানা, পো -বারুইপুর, কলকাতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪৪ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **রোলেক্স অপটিক্যাল এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শ্রী অসীম ভট্টাচার্য,** হোল্ডিং নং ৪৮২, বৈদ্যপাড়া রোড, পুরাতন থানা, পো -বারুইপুর, কলকাতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪৪। **শ্রী অসীম ভট্টাচার্য (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত অনিল কুমার ভট্টাচার্য, হোল্ডিং নং ৪৮২, বৈদ্যপাড়া রোড, পুরাতন থানা, পো -বারুইপুর, কলকাতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪৪। **খ) সুবুদ্ধিপুর শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা ৫ ছটাক ৩৫ বর্গফুট তদস্থিত ভবন/নির্মাণ হোল্ডিং নং ৪৮২, মৌজা-বারুইপুর, বারুইপুর পুরসভা ওয়ার্ড নং ৬, মদন মুল্লা, জেএল নং ৩১, খতিয়ান নং আরএস ৬৫২৩, আরএস দাগ নং ৪৪৯৫, তৌজি নং ২৫০, আরএস নং ৭১, থানা -বারুইপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ২৭১৭, -১৯৯৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-বারুইপুর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪৪, পৃষ্ঠা ১০৯ থেকে ১১৪, **সম্পত্তি শ্রী অসীম ভট্টাচার্য এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি। দক্ষিণে : পুরসভা সড়ক। পূর্বে : পুরসভা সড়ক। পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	**৩১,১৬,৮৭৩.৪৪ টাকা** (একত্রিশ লাখ ষোলো হাজার আটশ তিয়াত্তর টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) **২০.০৪.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়	ক) **২৬,৩০,০০০.০০ টাকা (*)** (ছাব্বিশ লাখ তিরিশ হাজার টাকা) খ) **২,৬৩,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ তেষট্টি হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **২০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB20077877766** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭৫৮৫৯ ২৯৩১৫

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৪.২০২৬ থেকে ১৪.০৫.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৮.০৪.২০২৬
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বোরাল শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৫.০৫.২০২৬ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বোরাল শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৫০,৭৫,০৪৮.৫১ টাকা (পঞ্চাশ লাখ পঁচাত্তর হাজার আটচল্লিশ টাকা এবং একান্ন পয়সা) ২৩.১২.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **শ্রী দিলীপ বর্মন (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা গুরুপ্রসাদ বর্মন, বাসুদেবপুর, পো - খানজানচক, থানা - দুর্গাচক, হলদিয়া (এম) জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পব, পিন - ৭২১৬০২ **আরও ঠিকানা -** ফ্ল্যাট নং ৫০৪, ৬ষ্ঠ তল, ব্লক বি, প্রেমিসেস নং ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো - নাকতলা, থানা - যাদবপুর (বর্তমানে নেতাজি নগর) ওয়ার্ড নং ১০০, বোরো নং ১০, কলকাতা - ৭০০০৪৭ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **শ্রী দিলীপ বর্মন (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা গুরুপ্রসাদ বর্মন, বাসুদেবপুর, পো : খঞ্জনচক, থানা : দুর্গাচক, হলদিয়া(এম), জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর, প ব, পিন - ৭২১৬০২। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৫০৪, ৬ষ্ঠতল, ব্লক-বি, প্রেমিসেস নং ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো : নাকতলা, থানা -যাদবপুর (বর্তমানে নেতাজি নগর), ওয়ার্ড নং ১০০, বরো নং ১০, কলকাতা - ৭০০০৪৭। **খ) বোরাল শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫০৪, পরিমাপ আনুমানিক ১২৭৫ বর্গফুট কমবেশি ৬ষ্ঠতল, (মার্বেল) ব্লক - বি, জি-৫ তলা ভবন এবং এক খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি একতলায়, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ কলকাতা পৌর সংস্থা প্রেমিসেস নং ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো : নাকতলা, থানা : যাদবপুর, (বর্তমানে নেতাজি নগর), ওয়ার্ড নং ১০০, বরো নং ১০, কলকাতা- ৭০০০৪৭, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ১১৮২২- ২০২৪, **সম্পত্তি দিলীপ বর্মন** এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর -৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩২০১৩২ থেকে ৩২০১৫৫।	**৫০,৭৫,০৪৮.৫১ টাকা (পঞ্চাশ লাখ পঁচাত্তর হাজার আটচল্লিশ টাকা এবং একান্ন পয়সা) ২৩.১২.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৬৮,০২,০০০.০০ টাকা (*) (আটষট্টি লাখ দুই হাজার টাকা)) খ) ৬,৮০,২০০.০০ টাকা (ছয় লাখ আশি হাজার দুশো টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ২০,০০০.০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB7818032966 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭৫৮৫৯ ২৯৩১৫

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৪.২০২৬ থেকে ১৪.০৫.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৯.০৪.২০২৬
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মোথাবাড়ি-কাণ্ডে এনআইএ-র জালে কংগ্রেসের ছাত্র শ্রমিক সংগঠনের দুই নেতা

বড় ষড়যন্ত্র চলছে, পর্যবেক্ষণ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোথাবাড়িকাণ্ডে এবারে কালিয়াচক ২ ব্লক কংগ্রেসের ছাত্র শ্রমিক সংগঠনের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করল এনআইএ। ইতিমধ্যে মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে বিচারকদের হেনস্তার ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী এবং মোথাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আইএসএফের এক পঞ্চায়েত সদস্য। এখনো পর্যন্ত ৫০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারীদের এই ঘটনায় চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এবং এনআইএ। যদিও সমস্ত ঘটনায় ৫০ জনেরও বেশি ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে এনআইএ কর্তারা। রবিবার কালিয়াচক ২ ব্লকের ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের দুই নেতার পাশাপাশি মোথাবাড়ি কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী সায়েম চৌধুরীকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কার এলাকার অফিসে আনা হয়। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর সোমবার সাত সকালেই কংগ্রেস প্রার্থীকে ছেড়ে দিলেও, বাকি কালিয়াচকের ওই দুই কংগ্রেসের শাখা সংগঠনের নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোথাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আইএসএফ দলের পঞ্চায়েত সদস্য গোলাম রাব্বানীওকে শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর রবিবার রাতে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদের কালিয়াচক ২ ব্লকের সভাপতি আসিফ শেখ, সংশ্লিষ্ট ব্লকের কংগ্রেস দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি'র সভাপতি শাহদাত হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার এদের আটক করার পর ফরাক্কার এনআইএ'র কার্যালয়ে রাতভর জেরা করা হয়। তারপরেই সোমবার এই দুইজন কংগ্রেসের নেতাকে গ্রেপ্তারের কথা জানানো হয়েছে এনআইএ'র পক্ষ থেকে।

উল্লেখ্য, ১ এপ্রিল এসআইআর ইস্যুতে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে গভীর রাত পর্যন্ত সাতজন বিচারককে আটকে রেখে হেনস্থা করেন একদল বিক্ষোভকারীরা। সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন মহিলা বিচারক নিজের প্রাণ বাঁচানোর বিষয়ে তুলে ধরেন। এমনকি বিক্ষোভ চলাকালীন ব্লক অফিসের সামনে জমায়েত হওয়া বিক্ষোভকারীরা বিচারকদের গাড়ি ধাওয়া করে ইট ছোড়ে বলে অভিযোগ ওঠে। তাতে কিছু গাড়ির কাঁচও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি। এরপরই দেওয়া হয় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ। এরপর সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয়েছে তদন্ত চলছে ধরপাকড়। যদিও এদিন মোথাবাড়ির কংগ্রেস প্রার্থী সায়েম চৌধুরী বলেন, 'রবিবার আমরা কালিয়াচকের আলিপুর এলাকার নির্বাচনী প্রচারে ছিলাম। সেখান থেকে আমাদের এনআইএ'র কর্তারা নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এরপর ওদের সাথেই ফরাক্কার এলাকার এনআইএ দপ্তরে যাই। যদিও আমাকে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হলেও, আমি দলের আরও দুই কর্মীর জন্য সেখানে থেকে যাই। কিন্তু এনআইএ কর্তারা আমার মোবাইলটি আটক করে। নির্বাচনের মুখে অনেক অনুরোধ করার পরও সেই মোবাইলটি ফেরত পায় নি। পরে দলের দুই কর্মীকে গ্রেপ্তারের কথা জানানো হয়। এরপরে এদিন ভোরে আমি বাড়ি ফিরি। আমাদের দলের কোনও কর্মীরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এখানে অন্য কোনও ষড়যন্ত্র কাজ করছে।'

মালদায় নির্বাচনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিদেন, মালদা: ২৩ এপ্রিল রাজ্যের প্রথম দফার নির্বাচন। ওইদিন মালদাতে ভোট অনুষ্ঠিত হবে। আর এবারে মালদায় নির্বাচনে এক কোম্পানির কেন্দ্রীয় মহিলা জওয়ান-সহ মোট ১৭০ কোম্পানির আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে। ইতিমধ্যে ৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মালদা এসে পৌঁছেছে। খুব দ্রুত আরও ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মালদায় আসতে চলেছে। সোমবার জেলা প্রশাসনিক ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানিয়েছেন জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর এবং পুলিশ সুপার অনুপম সিং। তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পদস্থ কর্তারা উপস্থিত হয়েছিলেন।

এবারের ভোট সম্পূর্ণ ভয়, প্রলোভন, ছাপ্পা, বুথ জ্যাম, এমনকি কোনওরকম প্ররোচনা ছাড়া অনুষ্ঠিত হবে বলেও জেলাশাসক জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভোটারদের বুথে আসতে কোথাও বাঁধা দেওয়া হলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেবে কমিশন। সমস্ত পোলিং বুথ এবং আশপাশ এলাকায় থাকবে ক্যামেরার নজরদারি।

এদিন দুপুরে জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা নির্বাচনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। ওই বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার জানান, অতি উত্তেজনাপ্রবন বুথগুলিকে ইতিমধ্যেই আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্মে যুক্তদেরকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। ভোটে কোনওরকম গোলমাল পাকানোর চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। প্রতি বুথে অন্তত হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। এছাড়া যেসব জায়গায় একই এলাকায় দুই বা তার বেশি বুথ রয়েছে সেখানে এক সেকশন থেকে দুই সেকশন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবার ভোটে সিভিক ভলান্টিয়ারদের কোনওরকম কাজে লাগানো যাবে না। ভোটের তিনদিন আগে থেকেই সিভিক ভলান্টিয়ার বা গ্রিন পুলিশ কোনওরকম আইনশৃঙ্খলার কাজ করবেন না। এমনকি ইউনিফর্ম পড়েও তাঁরা বাইরে বের হতে পারবেন না। ইতিমধ্যেই কমিশনের তরফে এমনই নির্দেশিকা এসেছে বলে জানিয়েছেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর। এদিন প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এবার মালদায় ভোট গণনার কাজ হবে মালদা কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজে।

বন্যার পর থেকে ভাঙা রাস্তা, ক্ষুব্ধ খানাকুলবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বন্যার জলে প্লাবিত হওয়ার পর থেকেই কার্যত ভেঙে পড়েছে আরামবাগের কয়েততলা থেকে রামনগর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি। কয়েক মাস কেটে গেলেও রাস্তার হাল ফেরাতে প্রশাসনের তেমন কোনও দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অথচ ভোটের আগে রাজনৈতিক নেতাদের আনাগোনা বেড়েছে, সঙ্গে বাড়ছে প্রতিশ্রুতির ঝড়, এই নিয়েই ক্ষোভ আর সন্দেহ দানা বাঁধছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয়দের কথায়, বন্যার পর থেকেই এই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বড় বড় গর্ত, উঠে যাওয়া পিচ, জল জমে থাকা অংশ, সব মিলিয়ে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। এই সড়কটি আরামবাগ ও খানাকুলের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হওয়ায় কয়েকশো গ্রামের মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রী সকলেরই দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। কয়েততলা এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত দোলই বলেন, 'বন্যার পর থেকে এই রাস্তাটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে। আমরা বহুবার প্রশাসনের কাছে জানিয়েছি, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। এখন ভোট আসতেই নেতারা এসে বলছেন রাস্তা বানিয়ে দেবেন। আগেও তো এই কথা শুনেছি, কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। এবার আর শুধু প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করতে পারছি না।' খানাকুল এক নম্বর ব্লকের অধীনে থাকা এই সড়কের অবস্থা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত, তবুও বন্যার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। এদিকে ভোটের আবহে এই রাস্তার বেহাল দশাই খানাকুল এলাকার অন্যতম বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে।

ভয়মুক্ত নির্বিঘ্ন ভোট করাতে বদ্ধপরিকর পঃ মেদিনীপুর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরে ভয়মুক্ত ভোট করাতে নির্বাচন কমিশন ও জেলা পুলিশ প্রশাসন বদ্ধপরিকর বলে সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক বিজিন কৃষ্ণা ও জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা। সোমবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে কেশপুরের বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ শেষ করে জেলা কালেক্টরেটের সভাকক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে সমস্ত কিছু করা হচ্ছে। জেলা শাসক জানান, জেলার ১৫টি আসনে এবার মোট প্রার্থী হয়েছেন ১২২ জন। সবথেকে বেশি প্রার্থী মেদিনীপুর ও নারায়ণগড়ে। সবথেকে কম চন্দ্রকোনায়। মোট ভোটার রয়েছেন ৩৭ লক্ষ ৭০ হাজার ৭৯৪ জন। ৫২ হাজার ভোটারের নাম বাদ গেছে। নাম তোলার জন্য ২০ হাজার মানুষ আবেদন করেছেন। ট্রাইব্যুনাল আদালতে তাঁদের ভোটাধিকার চূড়ান্ত করা হবে। পুলিশ সুপার বলেন, 'এখনো পর্যন্ত ৯৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। আরও আসছে। গোলমাল পাকানোর অভিযোগে ইতিমধ্যেই ১,৪৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৪৮টি নাকা চেকিংয়ে প্রায় ১২ কোটি টাকার মদ ও গাঁজা আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ৬৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা।' জেলাশাসক বলেন, 'পশ্চিম মেদিনীপুরে মোট বুথের সংখ্যা ৪,৭৫৩টি। তার মধ্যে মহিলা বুথের সংখ্যা ৪৬৯টি। ১৫ টি মডেল বুথ করা হচ্ছে। ২৩ হাজার ভোট কর্মী কাজ করবেন। এবারে অস্থায়ী কর্মীদের ভোটের কাজে না নেওয়ার ফলে পাশের হুগলি জেলা থেকে ভোট কর্মীদের আনা হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহণের কাজ শুরু হবে। সব কেন্দ্রে ইভিএম পাঠানো হচ্ছে।'

কুমারগঞ্জে হরিবাসরের রাতেই রক্তস্নান

যুবককে গলা কেটে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভক্তি আর আরাধনার সুরে মুখরিত ছিল চারপাশ। গ্রামজুড়ে চলছিল হরিনাম সংকীর্তন। কিন্তু সেই ধর্মীয় আবহের মাঝেই ঘটে গেল এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর পঞ্চায়েতের উত্তর কুমারগঞ্জ এলাকায় এক যুবককে হাত বেঁধে গলা কেটে খুনের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম সুজিত দাস (৩০)। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ নিহতের স্ত্রীকে আটক করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাত ৯টা নাগাদ যখন গ্রামের মানুষ হরিবাসরের আনন্দে মগ্ন ছিলেন, ঠিক তখনই নিজের বাড়ির ভেতর আক্রান্ত হন সুজিত। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা প্রথমে তাঁর হাত বেঁধে ফেলে এবং এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় কোপ বসায়। রক্তাক্ত অবস্থায় নিজের প্রাণ বাঁচাতে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রায় ৫০ মিটার দৌড়ে রাস্তায় চলে আসেন ওই যুবক। সেখানে তাঁকে ছটফট করতে দেখে গ্রামবাসীরা তড়িঘড়ি কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার সময় বাড়িতেই ছিলেন সুজিতের বাবা অজিত দাস। তবে তিনি কানে কম শোনায় আর্তনাদ বা ধস্তাধস্তির আওয়াজ কিছুই শুনতে পাননি বলে দাবি করেছেন। অন্যদিকে, সুজিতের মা লক্ষ্মী দাস হরিবাসর থেকে ফিরে ছেলের এই ভয়াবহ পরিণতি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, এই খুনের নেপথ্যে গভীর কোনও পারিবারিক বিবাদ বা বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকতে পারে। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কুমারগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের বাবার দেওয়া লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সুজিতের স্ত্রী কৃষ্ণা দাসকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার সময় তিনি কোথায় ছিলেন এবং এই হত্যাকাণ্ডে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে কি না, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সন্দেশখালিতে বিজেপিতে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সোমবার প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন সক্রিয় বিজেপি কর্মী পদ্ম শিবির ছেড়ে জোড়াফুল তৃণমূল শিবিরে নাম লেখালেন। উল্লেখ্য, ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরছে। এবার সেই ভাঙন সন্দেশখালির বিজেপিতেও। কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ৫০-৬০ জন নেতৃত্ব বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০২৬ সালের ভোটের আগেই এই ভাঙন সন্দেশখালির মাটিতে তৃণমূলের হাত আরও শক্ত করবে বলেই দাবি রাজনৈতিক মহলের।

২০২১-এ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সন্দেশখালি থেকে জয় পেলেও, ২০২৪ সালে লোকসভার ভোটে এই সন্দেশখালি বিধানসভায় তৃণমূল ৮ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল। এবার ২০২৬ সালের ভোটে রাজনৈতিক অনেক পট পরিবর্তন হয়েছে। তারই মাঝে সন্দেশখালিতে বিজেপিতে এই ভাঙন যা বিধানসভা ভোটে বড় সাফল্য বলে মনে করছে তৃণমূলের। বিভিন্ন এলাকা থেকে বিজেপির কর্মী, সমর্থক, নেতৃত্ব সন্দেশখালির তৃণমূল প্রার্থী ঝর্ণা সরদার, সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিলীপ মল্লিক, বিদায়ী বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর হাত ধরে এদিন তৃণমূলে যোগদান করেন। তৃণমূলে যোগ দিয়ে বিজেপি নেতা, কর্মী, সমর্থকরা বলেন, 'তৃণমূল সরকারের উন্নয়নে সামিল হতে এবং উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির ধামাখালিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় এসে উন্নয়নের স্বার্থে আমরা তৃণমূলে যোগ দিলাম।' তৃণমূলে যোগদানকারী বিজেপি নেতা দিলীপ সরদার ও ভোলানাথ গিরি বলেন, 'একমাত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সারনা ধর্মের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করছেন। যেখানে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহা সহ নেতৃত্ব সেই স্বীকৃতিকে আটকে রেখেছেন। সেই প্রতিবাদ জানিয়ে আজকে আমরা দলের যোগদান করছি। পাশাপাশি স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোন আদিবাসী মহিলাকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে নারী শক্তির পাশে দাঁড়াতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করতে আজকে আমরা তৃণমূলের যোগদান করলাম। তিনি লড়াই করছেন আদিবাসী সমাজের জন্য।' তবে এই বিষয়ে বিজেপির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মিনাখাঁয় আইএসএফ কর্মীদের মারধর, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: ভোট যতই এগিয়ে আসছে ততই বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করতে চাইছে শাসক তৃণমূল বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। তারই ছবি ধরা পড়ল মিনাখাঁ বিধানসভায়। অভিযোগ, মিনাখাঁয় আইএসএফ কর্মীদের মারধর, তাদের দলীয় পতাকা লাগাতে বাধা, পতাকা খুলে দেওয়া হয়। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেই ভিডিও মুহূর্তে ভাইরালও হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, আইএসএফ কর্মীদের হুমকি দিয়ে তাদের দলীয় পতাকা খুলে দেওয়া হচ্ছে। যদিও ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন দৈনিক সংবাদপত্র।

সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে, মিনাখাঁ বিধানসভার কুমোরজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাবুখেলা গ্রামে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যখন আইএসএফ কর্মী, সমর্থকরা তাদের দলীয় পতাকা লাগানোর কাজ করছিল তখনই উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অভিযোগ আইএসএফ কর্মীদের মারধোর, তাদের দলীয় পতাকা লাগাতে বাধা, পতাকা খুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ তুলেছেন মিনাখাঁ বিধানসভার আইএসএফ প্রার্থী প্রতীক মণ্ডল। পাশাপাশি তিনি নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপের দাবিও জানান। পাল্টা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে মিনাখাঁ এক নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সাইফুদ্দিন মোল্লা। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে এখন উত্তপ্ত মিনাখাঁর রাজনৈতিক মাটি।

ভাতারে বিজেপি কর্মীদের মারধর

দোষিদের গ্রেপ্তারির দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমানের ভাতার এলাকায় ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা। অভিযোগ, ভাতারের সেলেন্ডা গ্রামে বিজেপির মণ্ডল সভাপতিকে মারধর করা হয় গত কয়েকদিন আগে। যার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের দায়ী করছে বিজেপি। অন্যদিকে, রবিবার সন্ধ্যায় ভাতারের কাশিপুর গ্রামে দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার দাবিতে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা ভাতার থানার সামনে কাটোয়া-বর্ধমান সড়ক অবরোধ করেন। অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও বিশাল কেন্দ্র বাহিনী। এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ভাতার থানার পুলিশ। প্রায় এক ঘণ্টা পর পুলিশের আশ্বাসে পথ অবরোধ উঠে যায়। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। বিশেষ করে ভাতারে এই উত্তেজনা বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না বলে মনে করছেন বিজেপি কর্মীরা। অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। তাঁদের দাবি, বিজেপি কর্মীদের নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই এই ঘটনা। আর প্রচারের আলোয় আসার জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

নীল ষষ্ঠী উপলক্ষে হুগলির উত্তরপাড়ার চরক ডাঙা রোডে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে জল ঢালছেন ভক্তরা।

নীল আরাধনায় মাতোয়ারা বাঁকুড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নির্বাচনী প্রচার আর নীলঠাকুরের পুজোয় সোমবার মেতে উঠেছিল সারা জেলা। জেলার শিব মন্দিরগুলিতে সকাল থেকেই সন্তানের মঙ্গল কামনায় পুজো দিতে দেখা যায় গৃহবধূদের। এক পৌরানিক কাহিনী এই নীলষষ্ঠীর পূজাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, মহাদেবের অপমান সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করেছিলেন দেবী সতী। তারপর তিনি রাজা নীলধ্বজের কন্যা নীলাবতী হিসাবে জন্ম নেন। নীলাবতী বা দেবী নীলচণ্ডী এবং নীলকণ্ঠ শিবের বিয়ে হয়েছিল চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন। তাই এই দিনটিতে নীলপুজো ও শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাঁকুড়া-সহ রাঢ় বাংলায় এই দিনটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়। সন্তানের নিরোগ জীবন কামনা করে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন নীলষষ্ঠী ব্রত করেন হিন্দু বাঙালি মায়েরা। এই পুজোয় মা ষষ্ঠী পূজিতা হন না। পুজো করা হয় দেবাদিদেব বা নীলকণ্ঠ মহাদেবের। তাই একে নীলপুজোও বলা হয়ে থাকে। এই

নীলপূজায় আকন্দ ফুল ও ফল, অপরাজিতা ফুল, বেলপাতা ও বেল অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। সেকারণে জেলার বাজারগুলি রবিবার থেকে ভরে উঠেছিল এসব সামগ্রীতে। বিভিন্ন বাজার ও শিব মন্দিরের সামনে 'মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসে'র পরিবেশবাদী মহিলা শিল্পীদের গানে ও পথ নাটকে প্রচার চালাতে দেখা যায়। তাঁদের বক্তব্য, পূজার উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে বেল, অপরাজিতা, আকন্দ, আম ইত্যাদি গাছের ওপর দফায় দফায় ব্যাপক হামলা চালানো হয়েছে। এতে গাছগুলি ন্যাড়া হয়ে পড়েছে। তাই তাঁরা গাছের প্রতি মমত্ব বোধ দেখানোর জন্য আবেদন রাখছেন। মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস ও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক আয়োজিত এনভাইরনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের এই শিল্পীরা জানান, এদিন নীল ঠাকুরের পূজার পর এসব উপকরণ ও ফলের খোসা জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়। এগুলি পচে জল দূষণ ঘটে। তাই এসব সামগ্রী জলে না ফেলার আবেদন জানাচ্ছেন তারা। বাঁকুড়া ভৈরবস্থানে পূজা দিতে আসা চাঁদমারীডাঙার মণিকা ঘোষ ও তরুলতা ব্যানার্জি, এক্কেশ্বর শিবমন্দিরে পূজা দিতে আসা লতিকা ব্যানার্জি ও সুধা দত্ত জানান, এই প্রচার অত্যন্ত উপযুক্ত। এই মহিলা শিল্পীদের ধন্যবাদ।

ভৈরব স্থানে পূজা দিতে আসা প্রতিমা রাহা বলেন, সন্তানের মঙ্গলকামনায় এই পুজো করার বিশেষ কারণ আছে। বাংলার এক প্রচলিত লোককাহিনী অনুসারে এক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ দম্পতির সব সন্তান একে একে মারা যায়। সেই বেদনা সহ্য করতে না পেরে তাঁরা বাড়ি ছেড়ে কাশিতে গিয়ে থাকতে শুরু করেন। একদিন গঙ্গা স্নানের পর সেই ব্রাহ্মণী ঘাটে বসে চোখের জল ফেল ছিলেন। এক বৃদ্ধা এসে তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ব্রাহ্মণী তাঁর সন্তানদের অকালমৃত্যুর কথা জানান। সেই ছদ্মবেশী বৃদ্ধা মা ষষ্ঠী তাঁকে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন উপোস করে শিবপুজো করতে বলেন। সেই মতো পূজা করায় ব্রাহ্মণীর কোলে আবার সন্তান আসে এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকে। নীলকণ্ঠ শিবকে পুজো করার কথা বলেন, বৃদ্ধাবেশী মা ষষ্ঠী, সম্ভবত সে কারণেই এই ব্রত বা পূজার নাম হয়েছে নীলষষ্ঠী। সন্তানের কল্যাণ কামনায় উপবাসী থেকে মায়েরা নীলাবতীর পুজো করেন এবং সন্ধ্যায় নীলকণ্ঠ মহাদেবের উদ্দেশে বাতি জ্বালিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। নীলষষ্ঠীর সন্ধ্যায় তাই বিভিন্ন মন্দিরে ও বাড়িতে বাতি জ্বালতে দেখা যায় যা নীলের বাতি জ্বালানো নামে জনপ্রিয়।

কংগ্রেস নেতা পবন খেড়ার অগ্রিম জামিন, সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ অসম সরকারের

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল: কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা পবন খেড়াকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে অসম সরকার।

সোমবার এক বিশেষ সূত্রের কাছে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গিয়েছে, অসম সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী শুভদীপ রায় গত ১০ এপ্রিল তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত জামিনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রবিবার ১২ এপ্রিল এই আবেদন দায়ের করেছেন। চলতি সপ্তাহেই এই আবেদনের ওপর শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।প্রসঙ্গত, অসমে দায়েরকৃত একটি মামলার অভিযুক্ত পবন খেড়া। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার স্ত্রী রিনিকি ভূঞা শর্মার একাধিক বিদেশি পাসপোর্ট রয়েছে বলে অসম বিধানসভা নির্বাচনের চারদিন আগে গত ৫ এপ্রিল গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা পবন। ওই অভিযোগকে খণ্ডন করে গত ৬ এপ্রিল কংগ্রেস নেতা পবন খেড়ার বিরুদ্ধে আসাম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রিনিকি ভূঞা শর্মা।

রিনিকি ভূঞা শর্মার অভিযোগের ভিত্তিতে পবন খেড়ার বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে অসম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। প্রযোজ্য ধারাগুলি যথাক্রমে ১৭৫ (নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত মিথ্যা বিবৃতি), ৩৫ (ব্যক্তি ও সম্পত্তির আত্মরক্ষার অধিকার) এবং ৩১৮ (প্রতারণা)। এই মামলার ভিত্তিতে গত ৭ এপ্রি লি আসাম পুলিশের একটি দল দিল্লিতে পবন খেড়ার বাসভবনে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

এদিকে, হায়দরাবাদে বসবাসের কারণ দেখিয়ে পবন খেড়ার কৌঁসুলি অভিষেক মনু সিংভি ৮ এপ্রিল তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে তাঁর মক্কেলকে (পবন খেড়া) অগ্রিম জামিন প্রদানের আবেদন জানিয়ে এই মামলায় গ্রেফতারি থেকে সুরক্ষা চেয়েছিলেন।১০ এপ্রিল তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজানা কালাসিকামের আদালত পবন খেড়ার জামিন আবেদনের শুনানিকালে কিছু শর্ত বেঁধে দিয়ে এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী ট্রানজিট অগ্রিম জামিন মঞ্জুর করেছিল। এতে এক সপ্তাহের জন্য স্বস্তি পেয়েছিলেন পবন।

তেলেঙ্গানা উচ্চ আদালত জামিন মঞ্জুর করে নির্দেশ দিয়েছিল, পবন খেড়াকে গ্রেফতার করা হলে ব্যক্তিগত মুচলেকায় তাঁকে জামিনে মুক্তি দিতে হবে। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে, প্রয়োজন অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে, নির্দিষ্ট আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশ ছাড়তে পারবেন না ইত্যাদি।

ডিএমকে মানেই বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ও লুঠ নীতিন: নবীন

আরানথাঙ্গি, ১৩ এপ্রিল: তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ডিএমকের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিনীতিন নবীন। তাঁর অভিযোগ, ডিএমকে মানেই বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ও লুঠ। সোমবার তামিলনাড়ুর আরানথাঙ্গিতে এক নির্বাচনী জনসভায় নিতিন বলেন, ডিএমকে মানে বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা এবং লুঠপাট। আমার বিশ্বাস, তামিলনাড়ুর জনগণ এই নির্বাচনে নিজেদের ভোট দিয়ে ডিএমককেকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। তাঁরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩৫ লক্ষ মানুষকে কর্মসংস্থান এবং এলপিজি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

নীতিন নবীন আরও বলেন, 'ডিএমকে ভগবান মুরুগান থেকে দীপম পর্যন্ত তামিলনাড়ুর ইতিহাসকে অপমান করেছে। এছাড়াও, তারা আমাদের যুবসমাজকে নেশার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই বাবা-ছেলে জুটি আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। এখানে দুর্নীতির পাশাপাশি খুনের ঘটনা ঘটছে এবং এটিও আমাদের ব্যথিত করে। তিরুপারানকুন্দ্রমে দীপম প্রথা বন্ধ করার জন্য এখানকার সরকার যেভাবে কাজ করেছে, তা লক্ষ লক্ষ সনাতনীর প্রতি একটি অপমান। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর ছেলের কাছ থেকে এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এসে গেছে।'

নীতিন বলেন, তামিলনাড়ুতে বিষাক্ত মদ পান করে ৬৮ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, অথচ এখানকার মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করারও সময় পাননি। এমন সরকারকে জনগণের দ্বারা অবশ্যই শাস্তি দেওয়া উচিত। নিতিন এও বলেন, দুর্নীতির দিক থেকে তামিলনাড়ু সরকার দেশে এক নম্বরে রয়েছে। তারা আরও উন্নত হওয়ার চেয়ে আরও দুর্নীতিগ্রস্ত হতে চায়। বিগত পাঁচ বছরে ডিএমকে সরকার ১০ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। এই ঋণের টাকার হিসাব তাদের কাছে চাওয়া উচিত।

PUBLIC NOTICE

DECLARATION ABOUT CRIMINAL CASES

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011)

Name of Candidate: Santosh Kumar Singh
Address: 70/B/5, Khatir Bazar Lane, Mahesh, Serampore, Hooghly – 712202
Political Party: Independent
Election: West Bengal Legislative Assembly Election – 2026
Constituency: Sreerampur (AC No. 186)

I, Santosh Kumar Singh, a candidate for the above-mentioned election, hereby declare the following details regarding my criminal antecedents for public information:

(A) PENDING CRIMINAL CASES

Sl. No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned brief description offence(s)
1.	JM-IV	365/2014	Evidence	IPC 341, 323, 326, 34
2.	JM 1st Class	217/2018	Appearance	IPC 147, 188, 506, 504, 353, 34

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Description of offence(s) & punishment imposed
NIL	NIL	NIL	NIL

খেলাধুলা

একটি ছোট্ট স্মৃতি, এক আজীবনের আবেগ
বললেন শোকাহত শালিনী ডালমিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে নানা মহলে। সেই তালিকায় রয়েছেন ক্রীড়া প্রশাসক অভিষেক ডালমিয়ার স্ত্রী ক্রীড়াপ্রেমী শালিনী ডালমিয়াও। ২০২৩ সালে আমেদাবাদে বিশ্বকাপ ফাইনালের সময় আশা ভোঁসলের সঙ্গে কাটানো এক বিশেষ মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে নিজের শোক প্রকাশ করেছেন তিনি। সঙ্গীতপ্রেমী শালিনীর কাছে এই সাক্ষাৎ ছিল শুধু একটি দেখা নয়, বরং এক অনন্য অভিজ্ঞতা। তিনি লিখেছেন, 'আশা জির প্রয়াণের খবর শুনে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর কণ্ঠ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে স্পর্শ করেছে এবং চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।' স্মৃতিচারণে আরও এক আবেগঘন মুহূর্ত তুলে ধরেছেন শালিনী। তিনি লেখেন, 'তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে

দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। এত অসামান্য সাফল্য সত্ত্বেও তিনি কতটা বিনয়ী ও আন্তরিক ছিলেন, তা নিজের চোখে দেখেছি।' একটি ছোট্ট ঘটনার কথাও মনে করেছেন তিনি। লেখেন,'আমার ঘড়িটি লক্ষ্য করে তার প্রশংসা করেছিলেন তিনি। এই ছোট্ট ঘটনাটিই তাঁর সৌজন্য ও মমত্ববোধের পরিচয় দেয়।'

৩৫০-র বেশি খুদে অংশগ্রহণ, লিগ-কাম-নকআউটে ভবিষ্যৎ ফুটবল প্রতিভা খোঁজার উদ্যোগ
ব্যারাকপুরে খুদের বিশ্বকাপের আমেজ, শুরু বিএসএফ প্রিমিয়ার লিগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে শুরু হল ব্যারাকপুর স্পোর্টস ফোরামের পরিচালনায় বিএসএফ প্রিমিয়ার লিগ। বিশ্বকাপের আদলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে প্রায় ৩৫০-র বেশি খুদে ফুটবলার। ১০ বছর বয়সি কচিকাঁচা থেকে একটু বড় ছেলেমেয়েরা এই লিগে অংশ নিয়ে ফুটবল দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। প্রতিটি দলের নাম রাখা হয়েছে বিশ্বকাপের বিভিন্ন দেশের নামে। বয়সভিত্তিক চারটি বিভাগে ৮টি করে দল নিয়ে লিগ-কাম-নকআউট ফরম্যাটে প্রতিযোগিতা চলবে আগামী কয়েক মাস ধরে। প্রতি রবিবার এই লিগের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন

আয়োজকেরা।

এই উদ্যোগের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন ক্রীড়াজগতের পরিচিত মুখ কমল মৈত্র। ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে প্রতিদিন অনুশীলন করা খেলোয়াড়দের নিয়েই এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফুটবল কর্তা নবাব ভট্টাচার্য, ব্যারাকপুর পৌরসভার উপ-পৌর প্রধান ও ব্যারাকপুর স্পোর্টস ফোরামের সম্পাদক সুপ্রভাত ঘোষ, ফুটবল প্রশিক্ষক রঞ্জন ভট্টাচার্য, সংস্থার সিইও শতদ্রু এবং প্রাক্তন জাতীয় গোলরক্ষক জগদীশ ঘোষ সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই লিগের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, খেলোয়াড়দের মায়েরাই মেন্টরের ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ প্রতিযোগিতায় বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

জিতল হায়দরাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবারের ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের দুর্বলতা একেবারে স্পষ্ট করে দিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। চলতি মরসুমে আগের চার ম্যাচে জয় পাওয়া রাজস্থান আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিল। বৈভব সূর্যবংশী, যশস্বী জয়সওয়াল ও রিয়ান পরাগদের ব্যাটিং প্রতিপক্ষদের চাপে ফেলছিল। কিন্তু হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সেই দলকেই অসহায় দেখাল। প্রথমে ব্যাট করে হায়দরাবাদ তোলে ২১৬/৬। জবাবে রাজস্থান গুটিয়ে যায় মাত্র ১৫৯ রানে।

রাজস্থানের রান তাড়া শুরুই হয়েছিল দুঃস্বপ্নের মতো। মাত্র ৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে কার্যত ছিটকে যায় তারা। আইপিএলে নিজেদের সর্বনিম্ন স্কোরের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল একসময়। পরে রবীন্দ্র জাডেজা ও ডোনোভান ফেরেরা কিছুটা লড়াই করে দলের সম্মান রক্ষা করেন, কিন্তু জয় ফেরানোর মতো অবস্থায় আর কেউ পৌঁছতে পারেননি। ম্যাচের প্রথম ওভারেই তিন উইকেট হারায় রাজস্থান। তরুণ বৈভব সূর্যবংশী বড় শট খেলতে গিয়ে বাউন্ডারে ক্যাচ দেন।

This may be published in Newspapers and TV from the day following the last date for withdrawal of candidature and up to two days before the date of poll. **Format C-1**
(for candidates to publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **Abdul Soumik Hossain, Ramna Etbarnagar, Karikarpara, Domkal, DOMKAL, Murshidabad - 742406**
Name of political party: **All India Trinamool Congress**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: **West Bengal Legislative Assembly Election- 2026**
Name of Constituency: **63-Raninagar Assembly Constituency**
I **Abdul Soumik Hossain** (name of candidate), a candidate for the above-mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending Criminal Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Date	Status	Sections & Brief Description
1	2nd Court at Berhampore, Murshidabad	DomkalP.S. Case No. 1264/2015 dated 09/12/2015	For Appearance	U/S143,323,427,504,506 & 34 IPC – unlawful assembly, hurt, damage, intimidation
2	20th Metropolitan Magistrate Court, Kolkata	TaltalaP.S. CaseNo. 348/2013 dated 28/09/2013	For Appearance	U/S143,149,283IPC– unlawful assembly, obstruction

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & Date	Description of Offence	Maximum Punishment
1	CJM, Murshidabad (11/02/2020)	Entering railway premises without authority, trespassing, obstruction	Imprisonment up to 6 months or fine up to ₹1000 or both

* In the case of Election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency

Format C-1
(For candidate to publish in Newspaper, TV)

Declaration about criminal cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and Address of Candidate: **Mr. SUBHANKAR SINGHA(Jishu), BIBEKANANDA PALLI, P.O.+P.S.- CHAKDAHA, DIST.- NADIA, PIN-741222, W.B.**
Name of Political Party: **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS**.
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election **:-WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTION-2026**
*Name of Constituency: **91, CHAKDAHA (SC)**
I, **Mr. SUBHANKAR SINGHA(Jishu)**, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

SL. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts. Concerned and brief description of offence(s)
1	J.D. COURT Of A.C.J.M. KALYANI	CHAKDAHA P.S. CASE No.-96 of 1997	Charges not framed	U/S 326/307/34 of I.P.C , 1860. alleged offences of voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons and means, attempt to murder.

(B)Details about cases of conviction for criminal offences

SL. No.	Name of Court & date (s) of order (s)	Description of offence (s) & punishment imposed	Maximum Puishment imposed
1	NA	NA	NA

*In the case of election of Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name constituency.

Format C-1
(For candidate to publish in Newspaper, TV)

Declaration about criminal cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and Address of Candidate: **Mr. SURAJIT MITRA, VILL: MIRZAPUR, P.O: BASIRHAT COLLEGE, P.S: BASIRHAT NORTH 24 PARGANAS PIN- 743412.**
Name of Political Party: **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS**.
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election **:-WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTION-2026**
*Name of Constituency: **124, BASIRHAT DAKSHIN ASSEMBLY**
I, **Mr. SURAJIT MITRA**, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

SL No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts. Concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. A.C.J.M. at Basirhat Court	Basirhat P.S. Case No. 36/2017, Date 09.01.17 G.R. Case No.- 115/2017	Pending for final report	U/S 147/149/325/506 of I.P.C. Rioting, every member of an unlawful assembly guilty of an offense committed in prosecution of the group's "common object", voluntarily causing grievous hurt, criminal intimidation.

(B)Details about cases of conviction for criminal offences

SL. No.	Name of Court & date (s) of order (s)	Description of offence (s) & punishment imposed	Maximum Puishment imposed
1	NA	NA	NA

*In the case of election of Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name constituency.

This may be published in Newspapers and TV from the day following the last date for withdrawal of candidature and upto two days before the date of poll
Format C-1
(for candidate to publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in W.P. (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.))
Name and address of candidate: **DEBANGSHU BHATTACHARYA, Ghosh para, North Ghosh Para, Bally, Ghoshpara, Howrah -711227**
Name of political party: **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTION - 2026**
Name of Constituency: **190 – CHUNCHURA**
I, **DEBANGSHU BHATTACHARYA** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and date	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	Ld. JUDICIAL MAGISTRATE, 1ST CLASS, KHOWAI COURT, TRIPURA	TELLIAMURA PS CASE NO 2021, TLM99, DATED 07.08.21	Fixing for Appearance before Charge	Sec. 188 of I.P.C. & Sec. 3 of Epidemic Diseases Act

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Impose
N/A	N/A	N/A	N/A

* In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name constituency.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

কালোবারণ মন্ডল • তৃণমূল প্রার্থী

ভোট এলেই পুনর্বাসনের দাবি ঘোরে রানিগঞ্জের রাজনীতিতে

পার্থ ঘোষ • বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২০ সালের ১৯ জুলাই। মাঝরাতে বীভৎস শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রানিগঞ্জের হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দাদের। সেদিন গ্রামের একের পর এক পাকা বাড়ি ধসে ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। আর এই ধসের জেরে মাঝ-রাত্তিরে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতে হয় গোটা গ্রামকে। গ্রামের ১০ থেকে ১৫টি পাকা বাড়ি ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় নিমেষে। আস্ত কুয়ো চলে যায় মাটি গর্ভে। ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল এলাকার শাসকদলের দলীয় অফিসও। মাথার ওপর ছাদ বলতে সেদিন ছিল গ্রামের অদূরে একটি মন্দির। এরপর একই ঘটনা ঘটে ২০ জুলাই রাতেও। আর ঝুঁকি নেননি বাসিন্দারা। বরাত জোরে কোনও প্রাণহানি হয়নি তবে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।

এরপর বাসিন্দারা দাবি করেছিলেন পুনর্বাসন। সেই পুনর্বাসন দাবিতে চিঁড়ে ভেজেনি। এমনকী পুনর্বাসনের দাবিতে ইসিএলের কাজোড়া এরিয়া অফিসে অবরোধ করেছিলেন বাসিন্দারা। ২০২১,এর বিধানসভা ভোটও বয়কট করেন। সুরক্ষিত কোনও জায়গায় গ্রাম স্থানান্তরের আবেদন করেছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক ও বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাতেও খুব কাজ হয়নি। একটি মাত্র ইসিএলের কোয়ার্টারে তিনটি করে পরিবারকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। আদতে যা ছিল থাকার অযোগ্য। উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রামের বাসিন্দারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফের গ্রামে ফিরে আসে। মাথা গুঁজেছে সেই ফাটল ধরা বাড়িতেই। আর রাত এলেই যেন তাড়া করে ২০২০ সালের জুলাই মাসের সেই আতঙ্ক । আবারও কখন কী ঘটে তা বলা তো যায় না।

এদিকে ধস কবলিত এলাকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে অন্ডাল বিমাননগরীতে। কিন্তু সেখানে যেতে রাজি হননি কেউ-ই। গ্রামের বাসিন্দারা জানান, তাঁরা গ্রামের মানুষ। বাড়িতে লোক অনেক। আর অধিকাংশের বাড়িতে গবাদি পশু আছে। ফ্ল্যাটে তাদের কোথায় রাখা হবে সে প্রশ্নও উঠেছে স্বাভাবিক ভাবেই। আর সেই কারণেই ফ্ল্যাটে থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা জানেন গ্রামে থাকলে জীবনের ঝুঁকি আছে জানি। ফের ধস হলে সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই জায়গা ছেড়ে যাব না।'

সম্প্রতি রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলের সমর্থনে খাঁদরায় সভা করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধস কবলিত এলাকার বাসিন্দাদের গ্রাম ছেড়ে ফ্ল্যাটে যাওয়ার আবেদন করেন। একটি নয়, দু'টি করে ফ্ল্যাট দেওয়ার কথাও বলেন। ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় খরচও দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু কেউ সেখানে যাননি। আদতে এলাকাবাসীর দাবি হল, পুনর্বাসনের জন্য অন্যত্র কোথাও জমি দিক সরকার। সেই জমিতে বাড়ি তৈরির করার টাকা দিতে হবে। ফ্ল্যাটে তাঁরা যাবেন না। এই প্রসঙ্গে রানিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কালোবরণ জানান, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্বাসনের জন্য দু'টি করে ফ্ল্যাট দেবেন বলেছেন। বাসিন্দাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবেন বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

এর পাশাপাশি রানিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডল এও জানান, 'বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির হাত ধরে মাটির তলায় বালি ফিলিং করে দিলে আর ধসের সমস্যা থাকবে না । ফলে আর পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়ে পড়বে না ' যদিও তৃণমূল প্রার্থীর এমন দাবিকে মান্যতা দেয়নি খনি বিশেষজ্ঞরা। এই প্রসঙ্গে রানিগঞ্জের সিপিআইএম প্রার্থী নারান বাউরি জানান, 'আমরা ধস-কবলিতদের পুনর্বাসনের জন্য বহু বছর ধরে লড়াই সংগ্রাম করছি। আমাদেরই নেতা হারাধন রায়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলার জন্য ধস পুনর্বাসন প্রকল্প ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল কয়লা মন্ত্রক। প্রকল্প এসেছিল। তবে আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। আর সেই কারণেই আমরা আন্দোলন থেকে সরছি না। ধস কবলিত মানুষদের জন্য আমাদের আন্দোলন চলবেই।'

অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী পার্থ ঘোষ জানান, 'বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং সেই কারণেই সাধারণ মানুষের মনে সম্যক ধারণা নেই পুনর্বাসন নিয়ে। রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে আরও তদারকি করতে হবে। কেন্দ্র টাকা মঞ্জুর করছে। রাজ্য সেই কাজ করতে পারেনি। আমি আগামী দিনে বিধানসভায় গেলে এ বিষয়ে আওয়াজ তুলব।'

আজ নয়, বহু বছর ধরে ভোট এলেই আসে একই রকমের প্রতিশ্রুতি । কিন্তু আদতে কবে বাস্তবায়িত হবে ধস পুনর্বাসন প্রকল্প, তা কিন্তু কেউ জানে না। আর গ্রামের বাসিন্দারা জানাচ্ছেন,'এই পুনর্বাসনের কথা ভোট এলেই শোনা যায়। ভোট পেরিয়ে যাওয়ার পর কেউ আর আমাদের কথা মনে রাখে না। কখন কী ঘটবে কিচ্ছু জানা বা বলা যায় না। আমাদের জীবনের কোনও দাম নেই রাজনৈতিক নেতাদের কাছে।' এটা থেকে স্পষ্ট রানিগঞ্জ কয়লাঞ্চলে প্রশ্ন উপর। তাঁদের একটাই আর্জি, 'রানিগঞ্জ শহরকে বাঁচান। আপনারাই ঠেকাতে পারবেন। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। এদিকে রানিগঞ্জের রাঙ্গা স্তার হালও বেহাল। খানা খন্দে ভর্তি। একটু বৃষ্টিতেই গর্তে জল জমে।স্টেশন, সবজি বাজার যেতে বহু মানুষকে এই রাস্তাই ব্যবহার করতে হয়। তবে কর্পোরেশনের কোনও হেলদোল নেই। নিয়মিত জঞ্জাল সাফাই হচ্ছে না। পানীয় জলের সঙ্কটে ভুগছে শিল্পাঞ্চল। অথচ, খনি শহর রানিগঞ্জে কয়লাখনি, ফায়ার ক্লে, পেপার মিল, কাচের কারখানা, অ্যালুমিনিয়াম কারখানা সহ ব্যবসা বাণিজ্যের নবদিগন্ত রচিত হয়েছিল।রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা খনি থেকে সেরামিক কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিকের রুজি রোজগার-সবই আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। বাম আমলের গড়া শিল্প তালুকগুলি ধুঁকছে কেন সে প্রশ্নের আজ কোনও উত্তর নেই। এই প্রসঙ্গে সিপিআই(এম) প্রার্থী নারান বাউরির বক্তব্য, রানিগঞ্জ শহর বাঁচানোর কথা বিজেপি ও তৃণমূল কেউ বলছে না। অর্থাত এটা স্পষ্ট, শ্রমজীবী মানুষের পাশে এই দুই দলের কেউই নেই। আছে শুধু লাল ঝান্ডাই। সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানের সুরাহার কথা বলছেন রানিগঞ্জের লড়াই আন্দোলনের সাথী বামফ্রন্ট প্রার্থী নারান বাউরি । লাল ঝাণ্ডা নিয়েই প্রতিদিনকার জ্বলন্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখছে রানিগঞ্জবাসী। এদিকে রানিগঞ্জের ইতিহাস বলছে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার শহরঘন এলাকা রানিগঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন বিধানসভা কেন্দ্র। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আসন ১৯৫৭ সালে মানচিত্র থেকে সাময়িকভাবে বাদ পড়লেও ১৯৬২ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্বাচনী তালিকায় রয়েছে। বর্তমানে আসানসোল পৌর কর্পোরেশনের ১১টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।

আর রানিগঞ্জের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, বহু দশক ধরে বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি। ১৯৬২ সালে সিপিআই প্রথম জয় পায়। পরে ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সিপিআই(এম) টানা ১১ বার আসনটি দখলে রাখে। ২০১১ সালে তৃণমূল এই ধারায় ভাঙন ধরে। ২০১৬ সালে সিপিআই(এম)-এর রুনু দত্তকে অল্প ব্যবধানে হারালেও ২০১৬ সালে দত্ত পাল্টা জিতে নেন। ২০২১ সালে তিন দলেরই নতুন প্রার্থী নামেন, তৃণমূলের তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩,৫৫৬ ভোটে জয়ী হন। সিপিআই(এম)-এর ভোট উল্লেখযোগ্যভাবে কমে মাত্র ১১.৯০ শতাংশে নেমে আসে, যেখানে তৃণমূল পায় ৪২.৯০ শতাংশ এবং বিজেপি খুব কাছাকাছি ৪০.৯৫ শতাংশ ভোট।

লোকসভা নির্বাচনের ফলেও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পষ্ট। ২০২৪ সালে তৃণমূল অল্প ব্যবধানে বিজেপিকে ছাড়িয়ে থাকে। কিন্তু ২০১৯ ও ২০১৪ সালে বিজেপি যথাক্রমে ৩১,৭১০ এবং ১২,৯৯২ ভোটে এগিয়ে ছিল। ২০২৪ সালে রানিগঞ্জে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ২,৫৭,৭৮৫, যার মধ্যে তফসিলি জাতি ২২.৮৯ শতাংশ, তফসিলি উপজাতি ৩.৪৪ শতাংশ এবং মুসলিম ভোটার ১৪.৮০ শতাংশ। শহরাঞ্চলীয় এই এলাকার মাত্র ১১.৩৯ শতাংশ ভোটার গ্রামে বাস করেন। পরিসংখ্যান বলছে, ভোটদানের হার সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ৭২-৭৭ শতাংশের মধ্যেই থাকে।

রানিগঞ্জ ভারতের সবচেয়ে পুরনো কয়লাক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, যেখানে ১৭৭৪ সালেই বাণিজ্যিক খনন শুরু হয়েছিল। ভূপ্রকৃতি খনি গর্ত শিল্প দূষণের ছাপ বহন করে। খনিশিল্পকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎ, প্রকৌশল, ক্ষুদ্র উৎপাদনসহ বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠেছে। দামোদর নদীর তীরবর্তী এই শহর সড়ক ও রেলযোগাযোগে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আসানসোল মাত্র ১০ কিমি, দুর্গাপুর ৩৫ কিমি দূরে এবং কলকাতা প্রায় ২০০ কিমি দূরে অবস্থিত।

রানিগঞ্জ ঝাড়খণ্ড সীমান্তেরও কাছাকাছি ধানবাদ ৭০ কিমি, বোকারো ১১০ কিমি এবং রাউরকেল্লা ১৮০ কিমি দূরে। পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির মধ্যে বাঁকুড়া দক্ষিণে, বর্ধমান পূর্বদিকে এবং সিউড়ি উত্তরে অবস্থিত।

এই আসনের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হল দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ২০২৬ সালের ভোটেও মূল লড়াই তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে হবে বলে অনুমান। অনেক। জবাব নেই তৃণমূল, বিজেপির নেতাকর্মীদের কাছেও। 'লড়াই তাই কঠিন'-স্বীকার করছেন তৃণমূল ও বিজেপি।

তবে আর শূন্য প্রতিশ্রুতি নয়, এবার এলাকার মানুষ এবার ভরসা করছেন বামেদের খনি-অধ্যুষিত, বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক সমাজে হিন্দিভাষী শ্রমিক ভোট বিজেপির ভরসা। বামফ্রন্ট যদিও এখন দুর্বল, তবুও কিছু এলাকায় তাদের উপস্থিতি ভোট প্যাটার্নে সামান্য প্রভাব ফেলতে পারে।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
তপন বন্দোপাধ্যায়	তৃণমূল কংগ্রেস	৭৮,১৬৪	৪২.৯০ %
ড. বিজন মুখোপাধ্যায়	বিজেপি	৭৪,৬০৮	৪০.৯৫ %
হেমন্ত কুমার প্রভাকর	সিপিএম	২১,৬৫৮	১১.৯০ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
রানিগঞ্জ	২,৬৫,০০০	২,২২,৭৫৪	২,২৩,২২৮

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে বেরিয়ে বার্নপুর রাঙাপাড়া আশ্রমে আসানসোল উত্তরের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়।

টোটো চালিয়ে মাইক হাতে প্রচারে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল।

জনসংযোগে দমদম উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

প্রচারের ফাঁকে পান্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মাতলেন ফুটবলে।

প্রচারে কামারহাটি কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী মানস মুখোপাধ্যায়।

প্রচারে শ্রীরামপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী শুভঙ্কর সরকার।